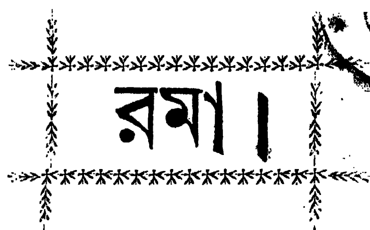
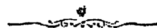


নাটক

(সেরিডান্ কর্ত্তৃক অনূদিত কোনও জর্ম্মাণ নাটক অবলম্বনে লিখিত।)



শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার, এম, এ

সাহিত্য সেবক সমিতি।

৩২।৭ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

আমার যে সকল সুহৃদের উৎসাহে এই নাটক লিখিতে সাহসী হইয়াছি, তাঁহাদেরই হস্তে আমার এই প্রথম ও নূতন উদ্যমের ফল সাদরে অর্পিত হইল। জন সাধারণকে তুষ্ট করিবার সাধ উচ্চ আশা মাত্র, আশা করি বন্ধুগণ সমীপে "রমা"র সকল দোষ মার্জ্জনীয় হইবে।

১৩২২,

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

—— —*8*——

পুরুষগণ ।

রিণ্‌মল্	... ...	কনোজের সেনাপতি ।
রায়মল্, সুরযমল্, শিওরাজ, জৈৎরাম	... ...	কর্ম্মচারীগণ ।
গুরুদেব ।		
রাণা	... ...	দিল্লীশ্বর ।
অজিৎসিংহ, সমর্ষি	... ...	দিল্লীর সেনাপতিদ্বয় ।
রঘুবীর	... ...	জনৈক চৌহান ।

বৃদ্ধ, বালক, সৈন্যগণ প্রভৃতি ।

স্ত্রীগণ ।

রাণী ।

রমা ।

পৃথা ।

পুরস্ত্রীগণ প্রভৃতি ।

রমা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রিণ্‌মলের শিবির পার্শ্বস্থ আম্রকানন।

(বৃক্ষছায়ায় নিদ্রিতাবস্থায় রমা শয়ানা; অপরদিক হইতে রায়মলের প্রবেশ।)

রায়। এ কেমন প্রেম, বুঝা'লেও বুঝে না ত মন। পরধনে কেন আকিঞ্চন? কেন দিবানিশি সুদীর্ঘ নিশ্বাস, পরাণের কেন এ পিয়াস—মিটিবার নহে যাহা কভু? কেন আশা কুহকিনী সুমধুর বাণী শুনায় শ্রবণে সদা? হবে না কি পূর্ণ মনস্কাম? যতনে রতনলাভ

সত্য যদি হয়, অবশ্য লভিব তবে,
রমণী রতন রমা। হৃদয়ের রাণী
মোর, শুনিলাম আসিয়াছে এইদিকে।
ওকি, মরি মরি আহা! কনকলতিকা
কেন ধূলায় শয়ানা? সাধ হয় পেতে
দিই হিয়া। কুসুম সুষমা মাখা সুপ্ত
সুন্দরীর স্নিগ্ধ মধুরিমা, মরি কিবা
মনোহর! কায নাই জাগাইয়ে এবে,
প্রাণভরি' করি নিরীক্ষণ। বাহুলতা
পড়েছে লুটায়ে, একটি চুম্বন তাহে
করি', নিবারি এ পরাণের তৃষা মোর!

(চুম্বনোদ্যত ও রমার নিদ্রাভঙ্গ।)

রমা। এত স্পর্দ্ধা মূঢ়! শিবিরের কোলাহল
ত্যজি', বিশ্রামের তরে আইনু হেথায়,
কি সাহসে শান্তিভঙ্গ করিলি আমার?
বিশ্বাস ঘাতক, তোর এই আচরণ-
কথা, বলি যদি প্রভুর সমীপে তব?

রায়। রিণ্‌মল্‌ প্রভু মোর, বিশ্বাসভাজন
আমিও তাঁহার সত্য। কিন্তু আমি তাঁ'রে
জানি ভাল রূপে। তাইত বিস্ময় হয়
কোন্ মন্ত্র বলে, মোহিয়াছে রিণ্‌মল্‌
রমার হৃদয়!

রমা। প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য,
সংযম রসনা!

রায়। কে না জানে কূটবুদ্ধি
অত্যাচারী অতি, কপট সে রিণ্‌মল্‌।
বর্ব্বরতা, দুঃসাহস, উচ্চ অভিলাষে
পূর্ণ তা'র হৃদি, পশু জ্ঞান করে নরে।
দস্যুপতি ছিল প্রথম যৌবনে, এবে
অদ্বিতীয় বীর, কনোজের সেনাপতি!
হেন বীর তরে, কুল শীল মানে দিয়ে
জলাঞ্জলি, গৃহ ত্যজি', কিরূপে আইলা
রমা বুঝিতে না পারি।

রমা। বুঝিবার কিবা
প্রয়োজন? ভ্রম যদি হ'য়ে থাকে মোর,
অন্ধ প্রেম একমাত্র কারণ তাহার।
কিন্তু রিণ্‌মল্‌ এত যদি মন্দ লোক,
তুমি কিসে অনুগত তাঁ'র? স্বার্থসিদ্ধি,
দস্যু ব্যবসায়ে, লুণ্ঠনের তরে শুধু!

রায়। শুধু ওই বরাণন, ওই প্রাণোন্মাদী
নয়নের আকর্ষণ তরে। নতুবা এ
অন্যায় সমরে, ধর্ম্মভয় পরিহরি
কে সঁপিত প্রাণ? লুণ্ঠন আমার কভু
নহে অভিপ্রায়; দস্যু ব্যবসায় ঘৃণ্য
অতি বলি' এই যুদ্ধ নহে অভিপ্রেত
মোর। দিল্লীশ্বর পাইয়াছে গুপ্তধন,—
সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা,—কনোজের লোভ
কেন তাহে? সেনাপতি রিণ্‌মল্‌ নিজ

উচ্চ আশা সাধনের তরে, কনোজের
অধীশ্বরে এ সমরে প্রবৃত্ত করেছে।
দস্যুপতি হ'তে কনোজের সেনাপতি
হ'য়ে, বাড়িয়াছে উচ্চ আশা তা'র। এবে,
রাজ্য অধিপতি হ'তে বাসনা তাহার।
সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট সবে, দিন দিন
হইতেছে সংখ্যা হ্রাস, নির্ম্মম নিষ্ঠুর
রিণ্‌মল্‌ সুখস্বপ্নে রয়েছে বিভোর।
রিণ্‌মল্‌ দস্যু নহে, দস্যু আমি! ভাল
শুনি রমার বিচার!

রমা। শুন রায়মল্‌,
প্রথম প্রণয় বীজ অঙ্কুরিত যবে
তরুণ হৃদয়ে মোর, রিণ্‌মল্‌ নাম,
কনোজের অদ্বিতীয় বীর বলি' সদা
হ'ত প্রচারিত; আপনার শিক্ষা, দীক্ষা,
প্রতিভার বলে, হীনতম দশা হ'তে
লভিল সে উচ্চতম কীর্ত্তির সোপান।
শুনিলাম যবে, মুষ্টিমেয় সৈন্যমাত্র
ল'য়ে অসংখ্য যবন সৈন্য করিল সে
পরাজিত, তখনি স'পিনু মন প্রাণ
বীরেন্দ্র কেশরী করে। বীর মহিমায়
কোন্ রাজপুতবালা মুগ্ধ নাহি হয়?

রায়। যা'ক্‌ তুলিব না পুরাতন কথা আর।
বীর বটে সেনাপতি, কিন্তু জেনো স্থির,

রিণ্মলের পূর্ব্বতন শিষ্য ও সুহৃদ্
সমর্ষি সে শত্রুপক্ষ সেনাপতি র'বে
যতদিন, ততদিন বিজয়ের আশা
কোন নাই, কহিনু নিশ্চয়!

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি।)

রমা।　　চুপ কর
সেনাপতি বুঝি আসিছেন এই দিকে।

(রিণ্মলের প্রবেশ।)

রিণ্। হাসিতেছ কেন রমা?
রমা।　　অকারণ হাসা,
কাঁদা, অবলা নারীর নহে কি স্বভাব?
রিণ্। রমা, রাখ পরিহাস, হাসিবার হেতু
করহ প্রকাশ, নিশ্চয় শুনিব আমি
প্রতিজ্ঞা করিনু।
রমা।　　অটল প্রতিজ্ঞা আমি
বড় ভাল বাসি। আমারো প্রতিজ্ঞা এই,
কভু নাহি মিটাইব কৌতুহল তব।
রায়। রমার হাসার হেতু অন্য কিছু নয়,
রণজয়ে সংশয় প্রকাশ শুধু মোর।
রিণ্। সংশয় কি হেতু তব?
রায়।　　সমর্ষি রয়েছে
বলি' শত্রু পক্ষ নেতা।
রিণ্।　　সমর্ষি,
স্বদেশ বিদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক নীচ

অকৃতজ্ঞ বালক সমর্ষি? তা'রে এত
ভয়? সিংহ হবে ভীত তুচ্ছ শৃগালেরে?
রিণ্‌মল্ হইবে ভীত ক্ষুদ্র সমর্ষিরে?
অসম্ভব কথা! অহো! কত বাসিতাম
ভাল, তা'রে এক কালে! মৃত্যু কালে মাতা
তা'র, মম করে সঁপিলা, তাহারে; অতি
শিশু সে তখন। অশেষ যতনে তা'রে
করিনু লালন। বাল্য পরাক্রম, আর
সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা হেরি', তুষ্ট হ'য়ে তা'রে
রণশিক্ষা দিনু সাধ্যমত। বারিধারা
ঝরঝর ঝরিত নয়নে তা'র, যবে,
অনিমেষে মুখপানে চেয়ে শুনিত সে
যুদ্ধের কাহিনী মোর। বলিত সে সদা
আমারেই চিরদিন একমাত্র গুরু
বলি,' পূজিবে সে আজীবন।

রায়। এত ভক্তি
এত অনুরাগ যদি তব প্রতি, তবে
আপনারে ত্যজি' শত্রু সহ যোগ দান
করিল সে কেন?

রিণ্। গুরুদেব উপদেশ
শুনি'; দিল্লি সহ রণ, অন্যায়, অধর্ম্ম
বলি', জন্মিল তাহার জ্ঞান। কহিল সে
মোরে, বিরত হইতে রণে। কিন্তু বৃথা!
বালকের উপদেশে না টলিল যবে

প্রতিজ্ঞা আমার, ধর্ম্মপক্ষে সহায়তা-
ভাণ করি', হইল সে স্বদেশ বিদ্রোহী,
শিক্ষা গুরু, মাতৃভূমি গেল পরিহরি।

রায়। সমুচিত শাস্তি শীঘ্র পা'বে দুরাচার।

রিণ্। সন্দেহ কি তায়? গুপ্তচর কাছে
পেয়েছি সংবাদ আজি, শত্রু সংখ্যা কভু
আট সহস্রের নহেক অধিক। চারি
সহস্রের ভার অজিৎ সিংহের 'পরে,
অবশিষ্ট সমর্ষি অধীনে। জন্মদিন
বলিয়া রাণার, কল্য মহোৎসব, দেব-
পূজা আদি হইবে দিল্লিতে। ভাবিয়াছি
কল্যই চৌহানকুল করিব নির্ম্মূল,
অতর্কিত, উৎসবে উন্মত্ত যবে রবে
শত্রুগণ।

রমা। হায় অভাগা গণের রক্তে
হবে দেবপূজা, ক্রন্দনেতে পরিণত
হইবে উৎসব।

রিণ্। শত্রুতরে ব্যাকুলিত
কেন এত রমার হৃদয়? এবে যাও
হেথা হ'তে।

রমা। নির্দ্দোষ বলিয়া তা'রা, আর
অতর্কিত অবস্থায় হইবে নিহত
বলি' কাঁদে মোর প্রাণ! কেন যাব হেথা
হ'তে?

রিণ্। আসিবে এখনি হেথা কর্ম্মচারী-
গণ, গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার
তরে। রমণীর তাহে নাহি অধিকার।

রমা। রমণী কি শুধু পুরুষের সোহাগের
পুত্তলিকা? চিন্তা, দুঃখ, বিপদের ভারে,
খিন্ন, ক্লান্ত, অবসন্ন হেরি' পুরুষেরে,
কেবা তোষে আদরে সে মলিন বয়ান?
প্রাণ দিয়া কেবা সেবে তা'রে? স্নিগ্ধ শান্তি
কেবা ঢালি' দেয় তাপিত হৃদয়ে তা'র?
শুনি' কা'র সহৃদয় সকরুণ ভাষ
দূরে যায় উদাসতা, হৃদয়ে লভে সে
বল? ছি ছি! নিলর্জ্জ পুরুষ কৃতজ্ঞতা
ভুলি', হেন রমণীরে গুরু বিষয়ের
অপদার্থ করে জ্ঞান। জীবনের প্রিয়
সহচরী, সুখে দুঃখে মন্ত্রণাদায়িনী
অর্দ্ধাঙ্গিনী যেবা, শুধু সোহাগ সামগ্রী
সম তা'রে হেরে। কখনই নড়িবনা
হেথা হতে।

রিণ্। থাক তবে, আমিই যেতেছি
চলি। (স্বগত) সম্প্রতি রমার হেরি ভাবান্তর
এক।

(রিণ্মলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সৈনিক শিবির।

(কতিপয় সৈনিক, কেহ বা অর্দ্ধশয়িত, কেহ নিদ্রিত, কেহ বা সিদ্ধিপানে রত)

১ম। সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, আমার ত আর যুদ্ধ ভাল লাগে না। তা' বলে' মনে ক'রোনা যেন ভয়ে ও কথা বল্‌চি, ভয় কা'কে বলে তা' আমি জানি না।

২য়। সে কি, ভয় কা'কে বলে যদি জানিস্ নে তবে রাত্তিরে একটু শব্দ হলেই "রাম রাম" বলিস্ কেন, আর গা ঘেঁসেই বা আসিস্ কেন ?

১ম। আরে সে যে ভূতের ভয়, ভূতের কাছে ত আর হাতিয়ার, সড়্‌কি চল্‌বে না, সেই জন্যে ভয়। আর তাও কি দিনের বেলা ভয় হয় নাকি ? তবে রাত্তিরে কি জান, অন্ধকারে গা টা কেমন একটু ছম্ ছম্ করে। মানুষকে আবার ভয় কি ?

২য়। তা' যদি বল্লে, আমার মানুষকেও ভয় হয় না, ভূতকেও না। ভূত আবার কি ? আমি ভূত টুত মানি না।

১ম। আচ্ছা ভূত না মানিস্, বেহ্মদত্যি মানিস্ ?

২য়। না।

১ম। রাক্ষস ?

২য়। না।

১ম। পেত্নী ?

২য়। তা'ও না।

১ম। সে কি তোর তো খুব সাহস? কিন্তু তুই নাস্তিক, তোর কোনও গতি হবে না।

২য়। নাস্তিক কেন?

১ম। ভূত যখন মানিস্ নে, তখন শিবও মানিস্ নে বল্, ভূতেরা ত সব শিবের দাস। তবে তুই রাবণ, কুম্ভকর্ণ মানিস্ নে, রামায়ণ মানিস্ নে, তুই ঘোর নাস্তিক।

৩য়। আরে তোরা কিসের গোল কচ্চিস্, রামায়ণের ভূত বা শিবের চেলারা, তা'রা আর এক রকমের ভূত, তা'রা সব ভদ্র ভূত, কাউকে কিছু বলে না।

১য়। বল্‌ত ভাই বল্‌ত? আমি একলা পারছিলুম না।

৩য়। আমারও ভাই ভূতের টুতের ভয় নাই, তবে কথাটা যখন উট্‌লো বলি, আমারও যুদ্ধু টুদ্ধু আর ভাল লাগে না। আগে যুদ্ধু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলুম, এখন দেখ্‌ছি তত সহজ নয়। অনেক কষ্ট আছে, আধপেটা খাওয়া, রাত জাগা, তা'র ওপর ভাবনা।

৪র্থ। ভাবনা বলে' ভাব্‌না, বিষম ভাব্‌না। কখন ধড় থেকে মাথাটা খসে শরীরটা হাল্‌কা হ'য়ে যায়। আর যখন আহত বন্ধুদের মধ্যে দেখি কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মুখ এমন বিকৃত যে চেন্‌বার যো নেই, তখন মনটা কেমন এক রকম হ'য়ে যায়।

৫ম। তুই ভীরু তাই তোর মন খারাপ হ'য়ে যায়, কই আমার ত হয় না। তবে আমার মনে হয় যুদ্ধ ক'রে কি হ'বে? তা'তে ত আর আমাদের নাম বেরোবে না। আমরা লড়ে প্রাণ দেবো, আর আমাদের সেনাপতি বাহবা নেবেন।

আমাদের কিছুতেই নাম নেই, পালালে—ভীরু কাপুরুষ, যুদ্ধ করে মর্‌লে, স্ত্রী বিধবা, ছেলে পুলে অনাথ, আর শ্যাল কুকুরের পোয়া বারো, অথচ সাবাস নেবার বেলা সেনাপতি রিণ্‌মল।

৬ষ্ঠ। বাঃ বেশ বলিচিস্‌ ভাই, এক ঘটি সিদ্ধি খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে। আমি ভাই মরি তা'তে ক্ষতি নেই, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি আহত হই তোরা কেউ দুএক ঘটি সিদ্ধি আমার মুখে ঢেলে দিস্‌, তবুও পিপাসাটা যা'বে, ভোলা-নাথের পেসাদ খেয়ে মর্‌তে পার্‌বো।

৫ম। আচ্ছা ভাই আমি একটা কথা জিজ্ঞেস্‌ করি; রিণ্‌মল্‌ কি এতই বীর? তা' যদি বল্লে তা'র মত বীর আমাদের ভেতর অনেকেই আছে।

(চারি পাঁচ জন একসঙ্গে) আছে বৈ কি, আছে বৈ কি! (সকলের স্ব স্ব প্রাধান্য প্রকাশের চেষ্টা ও গোঁফ চোমরাণ।)

৫ম। নিজের জাঁক করা ভাল নয়, তবে সত্যি কথা বল্‌তে কি আমাদের সেনাপতি যদি একবার আমার সঙ্গে লড়ে যায় তা হ'লে কে হারে বলা যায় না।

২য়। তোর সঙ্গে লড়্‌লে কে হারে বলা যায় না, আমার সঙ্গে লড়্‌লে সেনাপতির নিশ্চয় হার।

৫ম। তোর ভাই বড় জাঁক দেখ্‌চি, কেন তুই কি আমার চেয়ে বীর না কি? নিজের জাঁক কর্‌তে নেই বলে আমি একটু রেখে বল্লুম, তুই মনে কর্‌লি আমি সেনাপতিকে হারাতে পারিনি। তোর বুদ্ধি বড় কম, আর তোর অত বড়াই

করাটা ভাল দেখায় না। তোর যা' ক্ষমতা তা' আমার জানা আছে।

২য়। কি আমার ক্ষমতা নেই এ কথা বলে কা'র সাধ্যি।

৫ম। আমি বলি, আমার সাধ্যি, তোকে আবার ভয় করবো না কি?

২য়। দেখ তোমরা সব সাক্ষি, আমার রাগ বাড়াচ্চে, একটা খুনোখুনি হ'লে আমার দোষ নেই।

৬ষ্ঠ। আরে তোরা অত গরম হচ্চিস্ কেন। খুনোখুনি হ'বার জন্যেই ত এখানে আসা, তা' আপনা আপনির ভেতর খুনোখুনি কেন। নে একটু একটু সিদ্ধি খেয়ে টাণ্ডা হ।

৫ম। আচ্ছা তুমিই বলনা কেন দাদা, কা'র দোষ? আমি কি মন্দ কথা বলিচি? সেনাপতির চেয়ে আমরা কি কেউ কম বীর না কি? তবে সেনাপতি তোয়াজে থাকে, খায় ভাল, কাযেই শরীরটা আছে জবর। আমরাও অমন সুখে থাকতে পেলে এতদিনে ফেঁপে উঠ্‌তুম।

৬ষ্ঠ। ঠিক ত? তোমরা বীর কেউ কম নও, তবে কি জান সেনাপতির একটু সাহস ও একটু বুদ্ধি বেশী।

৫ম। সাহস, বুদ্ধি অমন অনেকের আছে!

৩য়। তা' কেন থাকবে না, এই যে আমায় বৌ বোল্‌তো আমার বড় বুদ্ধি।

৬ষ্ঠ। আচ্ছা ভাই তোর এত বুদ্ধি, তোকে যদি সেনাপতি ক'রে দেওয়া যায় তুই কি করিস্?

৩য়। আমি সদলে দেশে ফিরে যাই, মিছে কেন অন্যায় যুদ্ধ করে' পাপ সঞ্চয় করা।

৬ষ্ঠ। বুদ্ধিমানের কায বটে, নে একটু সিদ্ধি খা। আচ্ছা তুই যদি জানিস্ যে এটা অন্যায় যুদ্ধ তবে এলি কেন?

৩য়। তখন কি আর জানি এমন দুরবস্থা হ'বে। ভেবেছিলুম খুব লুট্ মিল্‌বে, চৌহাণেরা যে রাঠোরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পারবে তা' স্বপ্নেও ভাবি নে। মনে করিছিলুম আমাদের নাম শুন্‌লেই তা'রা ঘর বাড়ি পরিবার ছেড়ে পালাবে। এখন দেখ্‌চি চৌহানেরা যুদ্ধ কর্‌তে জানে।

৪র্থ। বিলক্ষণ জানে। দেখনা কেন আমাদের আর এক পা এগোতে দিচ্চে না। আর আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেককেই ভব যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দিয়াছে।

৩য়। যত অনিষ্টের গোড়া আমাদের সেনাপতি। তা'র লোভেই ত আমরা মারা যেতে বসেছি। অন্যায় যুদ্ধ বলেই ত আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছে। ন্যায় যুদ্ধ হলে কি আর এতদিন রক্ষে থাক্‌তো?

১ম। সেনাপতিরই ত যত দোষ! এক কায করা যাক্ সকলে মিলে চল্ তা'কে বলি আমরা আর যুদ্ধ কর্‌বো না।

৩য়। আরে বাপ্‌রে তা' হ'লে কি আর রক্ষে আছে। সেনাপতি একেবারে খাপা হ'য়ে যা'বে।

২য়। গেলেই বা তা'তে ভয় কি, সকলে যদি আমরা একদিকে হই তবে সেনাপতি আমাদের কি কর্‌তে পারে।

৬ষ্ঠ। সকলে একদিকে হবার দরকার কি, তুমি ত একাই সেনাপতিকে হারাতে পার। তবে কি জান সেনাপতি আছে বলেই এখনও বেঁচে আছ, না হলে চৌহানের হাতে প্রাণ দিতে হ'ত।

২য়। কেন, সন্ধি কল্লেই ত চুকে যেতো। সেনাপতি কেন সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠান না? তা' হ'লে ত কোনও গোলযোগ থাকে না।

৬ষ্ঠ। যা ভাই তোদের যা' বল্‌বার সেনাপতির কাছে গিয়ে বল্‌গে যা আমি রাঠোর হয়ে লড়্‌তে পেছ্‌পাও হব না।

২য়। পেছ্‌পাও কি আমরাই হচ্চি না কি? সেনাপতি আমাদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে মনযোগ দেন না বলেই ত আমাদের যত কষ্ট। তাঁর কি? তিনি আরামে আছেন এদিকে আমরা যে মারা যাই!

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)।

ঐ পাহারা দেবার ডাক পড়েছে। আজ কার কার পালা? চল্‌ ভাই আমাদের অদৃষ্ট মন্দ কি আর কর্‌বো।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রিণ্‌মলের কক্ষ।

(গুরুদেব, সিওরাজ, সুরযমল, অন্যান্য কর্ম্মচারী ও রিণ্‌মলের প্রবেশ, ও একপার্শ্ব হইতে রমার আগমন।)

গুরু। রিণ্‌মল্, তব আবাহনে আসিয়াছি
মোরা।

রিণ্। চরিতার্থ দাস, প্রণমি চরণে।
বন্ধুগণ, কোন গুরুতর বিষয়ের
মীমাংসার তরে, ডাকিয়াছি তোমা সবে।

কল্য সে রাণার জন্মদিন বলি', রবে
অতর্কিত শত্রুগণ দেবপূজা আর
উৎসবে মাতিয়া সবে। মোর ইচ্ছা
কল্যই তাদের আচম্বিতে করি গিয়ে
আক্রমণ। তোমা সবাকার অভিপ্রায়
• কিবা ইথে ?

সিও। আমাদেরো ওই মত। ব'সে
থেকে থেকে অকর্ম্মণ্য হইতেছি সবে।

সুরয। দিল্লির চৌহান কুল করিতে নির্ম্মূল
চিরসাধ মোর। সহেনা বিলম্ব আর।

গুরু। তাদের করুন রক্ষা দেব মহেশ্বর !

সিও। কল্যই তাদের আক্রমণ করা যুক্তি-
যুক্ত করি বিবেচনা। বিশ্বাসঘাতক
নরাধম সমর্ষি তা' হ'লে, পরাজিত
হবে সুনিশ্চয় !

গুরু। সমর্ষি সে নরাধম
বিশ্বাসঘাতক ? শিব শিব ! সুধার্ম্মিক
সে যে নরোত্তম।

সিও। নিজ শিষ্য প্রশংসা যে
করিবেন গুরুদেব, আশ্চর্য্য কি তাহে ?

রিণ্। কায নাই আর সেই বিশ্বাসঘাতক
স্বদেশ বিদ্রোহী সমর্ষির কথা তুলি'।
কল্যই তা' হলে আক্রমণ অভিপ্রেত
সকলের ?

সকলে। সকলেরি সেই অভিমত।

গুরু। যুদ্ধই কি তবে অভিমত সকলের ?
তোমাদের পাষাণ হিয়ার মিটে নাই
এখনো কি শোণিত পিপাসা ? যুদ্ধ ? কেন
যুদ্ধ ? কাহার বিপক্ষে যুদ্ধ ? তোমাদের
অত্যাচার অপমানে, ঘৃণা কিম্বা ক্রোধ,
যে রাণার উদার হৃদয়ে এখনও
হয় নাই উত্তেজিত ; জয়লাভ করি'
নিজে যিনি করেছেন সন্ধির প্রস্তাব,
সেই সদাশয় রাণার বিপক্ষে রণ ?
গতযুদ্ধে তোমাদের হ'লে পরাজয়,
যে রাজ্যের প্রজাগণ সবে, সাতিশয়
সদয় ও সাদর ব্যভার করেছিল
তোমাদের প্রতি, বিনা অর্থ বিনিময়ে
বন্দীগণে মুক্তিদান করেছিল যা'রা,
আহতগণের যথোচিত করেছিল
সেবা, তা'দের বিপক্ষে যুদ্ধ ? মুগ্ধ আমি
তা'দের ব্যভারে, ক্ষুব্ধ আজি তোমাদের
নৃশংসতা বর্ব্বরতা হেরি'।

রিণ্। গুরুদেব !

গুরু। শুন রিণ্মল্, সৈন্যগণ শুন মোর
কথা। ত্যজ এ ভীষণ পণ, এ অন্যায়
রণে কখনই লভিবে না জয়। কেন
তবে অকারণ নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা

কর? শত শত রমণীরে পতিহীনা,
পিতৃহীন শত শত শিশুগণে কেন
করিতে উদ্যত? ভগবান্ মহেশের
ক্রোধ হ'তে রক্ষা পেতে যদি চাও, ত্যজ
সমর বাসনা। যা'দের তোমরা শত্রু
কহিতেছ, সন্ধির প্রস্তাব করি' দেহ
মোরে পাঠাইয়া বারেক তা'দের কাছে,
হইবে মঙ্গল তাহে তোমাদের। রমা,
অশ্রু হেরি নয়নে তোমার। তোমারই
কোমল হৃদয় শুধু হ'তেছে কাতর;
অন্য সবাকার হৃদি পাষাণে নির্ম্মিত
কি গো? একটু করুণা নাহি হয়!

সিও। বীর
উপাদানে গঠিত মোদের হিয়া, নারী
শুধু রমা ও আপনি।

রিণ্। বাক্য যুদ্ধে আর
নাহি প্রয়োজন। কল্য আক্রমণ তরে
থাকিও প্রস্তুত সবে, অন্যথা না হয়।

গুরু। হে মহেশ, আজীবন তব পদ আর
স্বদেশের করিয়াছি সেবা। আশিসিতে
স্বদেশীয়গণে মোর, নহে অভিশাপ
দিতে, পুরোহিত করিয়াছ মোরে প্রভু!
কিন্তু যা'রা ন্যায় ও ধরমে একেবারে
দেছে জলাঞ্জলি, হেন স্বদেশীয়গণে

আশীর্ব্বাদ করি বা কেমনে? কেমনে
বা পাপের প্রশ্রয় দিয়ে তব কাছে হই
অপরাধী, করি তব অপমান? না, না
পারিব না তাহা। শোন্ নরহন্তাগণ
তবে, অভিশাপ দিতেছি তোদের, যেন
ব্যর্থ হয় নৃশংস কল্পনা তো' সবার।
কাপুরুষ সম নির্দ্দোষের রক্তপাতে
হইতেছ উদ্যত যেমতি, সমুচিত
শাস্তি যেন হয় সে পাপের। চলিলাম
জনমের মত ত্যজি' এই পাপ স্থান।
এ বৃদ্ধ বয়সে আর যেন নাহি হয়
পাপকার্য্য হেরিতে তোদের। র'ব গিয়া
পর্ব্বত গহ্বরে কিম্বা নিবীড় গহনে
ব্যাঘ্র বন্য পশুগণ সহ, তথাপি এ
নৃশংস ভীষণ, বন্যপশু চেয়ে আরো
ভয়ঙ্কর নরপশু সহ করিব না
বাস।

(সজলনেত্রে গমনোদ্যত।)

রমা। গুরুদেব! রমারেও লয়ে যান
তব সাথে।

গুরু। বৎসে থাক তুমি হেথা, পার
যদি বুঝাইও রিপুমলে। ধর্ম্মভয়
তর্কযুক্তি যে হৃদয়ে করুণা সঞ্চার
কভু, না পারে করিতে, কোমল মাধুরী

অনায়াসে পারে তা' সাধিতে। আমা হ'তে
হইল না যাহা, তুমি মা সাধিতে পার।
প্রবীণের উপদেশ চেয়ে, প্রমদার
মধুর বচন, কিম্বা মৃদু ভর্ৎসনার
ক্ষমতা অধিক।

(প্রস্থান)

রিণ্। রমা, মোরে ত্যজিবারে
এতই কি সাধ?

রমা। তোমা' লাগি' কুল
ত্যজিয়াছি; কিন্তু হায়! কোথা সে বীরত্ব,
মুগ্ধ যাহে করেছিলে রমার হৃদয়?
নৃশংসতা নহে কভু বীরের লক্ষণ!
মহত্ব যদি না থাকে বীরত্ব কোথায়?
পশু পরাক্রমে, বীর বলি' গণ্য কেবা
হয়? মানব, দেবতা হয় মহত্বের
বলে, পশু হয় পুনঃ অভাবে উহার।
মর্ম্মাহত হইয়াছি হেরি' আচরণ
তব। ঘৃণা হয় কাপুরুষ কল্পনার
কথা শুনি। আহা! গুরুদেব-হিয়া, তব
হিয়া হ'তে কতই প্রভেদ! স্বরগের
দেব বলি' ভক্তি হয় তাঁ'রে, নরকের
জীব বলি' জ্ঞান হয় তোমা সবাকারে।

রিণ্। ভাল! সুখী মোরা সবে তব দেবতার
প্রস্থানেতে, না হ'বে শুনিতে আর ধর্ম্ম,

নীতি উপদেশ। নরকের জীব মোরা
দেবতার দাসত্বের চেয়ে, নরকেই
রাজত্ব বাসনা করি বিনা উপদেশে।
অযাচিত উপদেশ নাহি সহে প্রাণে।

সিও। গুরুদেব নিজ প্রিয় শিষ্য সমর্থির
সহ, করিবেন যোগদান, হেন লয়
মনে।

রিণ্। ক্ষতি কিবা তায়? কল্যই প্রত্যুষে,
হ'বে তাঁ'র প্রিয় শিষ্য-অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

(জৈৎরামের প্রবেশ)

রিণ্। কি সংবাদ জৈৎরাম?

জৈৎ। কালিন্দীর তীরে শত্রু পক্ষীয় দুইজন গুপ্তচরকে বন্দী করিয়াছি, কিন্তু তাহারা কোন কথাই প্রকাশ করিতেছে না, বরং ঘৃণা ব্যঞ্জক কথায় আমাদের অপমান করিতেছে।

রিণ্। লয়ে এস হেথা উভয়েরে।

(জৈৎরামের প্রস্থান, রমার একপার্শ্বে উপবেশন, রঘুবীর ও তাঁহার একজন অনুচরকে বন্দী ভাবে জৈৎরামের আনয়ন।)

রঘু। কহ মোরে কেবা সেই দস্যুদল পতি।

রিণ্। এত স্পর্দ্ধা!

সিও। উন্মাদের রসনা উপাড়ি'
ফেল, নহে—

রঘু। কিছু অপ্রিয় সত্য হইবে
শুনিতে।

সুরথ। জানিস্ এখনি হৃদয়ে তোর,
বিদ্ধ করিবারে পারি এই অসি ?

রঘু। বটে ?
কি বীরত্ব ! দস্যুপতি, এরূপ বীরের
সংখ্যা কত তব দলে ?

রিণ্। উদ্ধত চৌহান
এই ঔদ্ধত্যই মৃত্যুর কারণ হ'বে
তোর। কিন্তু মরিবার আগে, যা' জানিস্
কর্ রে প্রকাশ।

রঘু। জানি শুধু, এই মাত্র
শুনিলাম তব মুখে যাহা—মৃত্যু হবে
মোর !

রিণ্। এ হেন উদ্ধত যদি, না হতিস্
তুই, তা' হ'লে জীবন তোর করিতাম
দান।

রঘু। শুষ্কতরু সম, জীবন আমার,
নাহি কোন ফল উহার রক্ষায়।

রিণ্। শোন্
বৃদ্ধ, তোদের সে দুর্গ প্রবেশের আছে
এক গুপ্তপথ, দেখাইয়া দিলে সেই
পথ, পুরস্কার পাইবি প্রচুর। থাকে
যদি ধনের কামনা তব—

রঘু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

রিণ। ঘৃণা কি করিলি তবে প্রস্তাব আমার ?

রঘু। তোমায় ও প্রস্তাবে তোমার, তুল্য
ঘৃণা করি। ধন? দুই বীরপুত্র আছে
মোর, তাহারাই বহুমূল্য ধন মম।
পুরস্কার নাহি কিছু চাই তোমার
নিকট। সুকৃতির পুরস্কার থাকে
যদি কিছু, পরলোকে আশা রাখি তা'র।
একটি অমূল্য নিধি নিকটেই আছে
মোর।

রিণ্। কিবা সেই নিধি কহিবি কি মোরে?

রঘু। অবশ্য কহিব, বঞ্চিত যেহেতু তুমি
সেই নিধি হ'তে। সে অমূল্য মহানিধি
অকলঙ্ক-বিবেক জনিত নিরমল
শান্তি হৃদয়ের। আছে কিহে তব উহা?

রিণ্। বোধ হয়, অপর চৌহান কোন নাই,
কহিতে সাহস যেবা করে হেন ভাবে।

রঘু। বোধ হয়, অপর রাঠোর কোন নাই
তোমা হেন আচরণ করিতে যে পারে।

সুরয। বল্ তব সৈন্য সংখ্যা কত?

রঘু। অরণ্যের
পত্রসংখ্যা যত।

সিও। শিবিরের কোন্ দিক্
ক্ষীণবল তব?

রঘু। ক্ষীণবল নহে কোন
দিক্। ধর্ম্মবলে বলীয়ান মোরা সবে।

সুরথ। লুকাইয়ে রেখেছিস্ স্ত্রীপুত্র তোদের
কোথা ?

রঘু। তাহাদের স্বামী আর পিতৃগণ
হৃদে।

রিণ্। জানিস্ কি সমর্ষিরে ?

রঘু। নরশ্রেষ্ঠ,
দিল্লির সে পরম হিতৈষী, দেবোপম
সমর্ষিরে, কেবা নাহি জানে ?

রিণ্। কিসে তা'র
এরূপ সম্মান ?

রঘু। নহে তিনি তোমা' সম
বলি'।

সিও। শুনেছি অজিৎসিংহ নামে, আর
এক সেনাপতি আছে চৌহানের। কেবা
সে অজিৎসিংহ ?

রঘু। এ প্রশ্নের দিতেছি
উত্তর। বীরবর অজিতের নাম
শুনিতে ও শুনাইতে বড় ভালবাসি।
সে বীর, রাণার নিকট-আত্মীয়, সৈন্য-
সমূহের দেবতাস্বরূপ ; রণক্ষেত্রে
ক্রুদ্ধসিংহ সম বিক্রম তাঁহার, যেন
কালান্তক যম ; অপর সময়ে, শান্ত
অতি সে প্রকৃতি। বাগদত্তা প্রণয়িণী
ছিল পৃথা এককালে তাঁ'র। কিন্তু পরে,

সমর্ষির প্রতি সমধিক অনুরক্তা
হেরিয়া পৃথারে, অর্পিলেন সমর্ষির
করে তাঁ'রে। পৃথার সুখের তরে, আর
সুহৃদের পুরাইতে আশ, নিজসুখে
দিয়া বলি, দেখালেন নিস্বার্থ প্রণয়,
অকৃত্রিম ভালবাসা, অদ্ভুত মিত্রতা!

রিণ্। অদ্ভুত বর্ব্বর! শীঘ্রই সাক্ষাৎ হ'বে
অজিতের সহ।

রঘু। সাবধান! সে সাক্ষাৎ
হ'বেনাকো নিরাপদ।

সুরয। উদ্ধত চৌহান,
রাঠোরের সেনাপতি রিণ্মল্ নামে
থর থর কাঁপে তোর অজিতের হিয়া,
তোরেও এখনি হইবে কাঁপিতে মূঢ়।

রঘু। অবোধ বালক! করি নাই হেন কার্য্য
কোন, যার তরে ঈশ্বরের কাছে হয়
কম্পিত হইতে। তবে মানুষের কাছে
কম্পিত হইব কেন? তোদের বা তোর
সেনাপতি, যাহাদের মানুষের চেয়ে
হীন প্রাণী বলি' করি জ্ঞান, তাহাদের
কাছে কম্পিত হইব কেন?

সুরয। এই শাস্তি
এ হেন স্পর্দ্ধার। (রঘুবীরের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

রিণ্। কি কর কি কর?

সুরথ। এত
অপমান সহিতে কি পারিতেন আর
বহুক্ষণ ?

রিণ্। না, তাইত আছিল সাধ
কষ্ট দিয়া বধিবারে ওরে।

রঘু। মরি কিবা
উদারতা ! দেখ্‌রে বালক ! তোর এই
হঠকারিতায়, যন্ত্রণার হাত হ'তে
লভিলাম নিষ্কৃতি কিরূপে। নৃশংসতা
কিরূপ যে কঠোর যন্ত্রণা পারে দিতে,
ধার্ম্মিক বা অম্লান বদনে, কিরূপে যে
পারে তা সহিতে, তব ভাগ্যে ঘটিল না
দেখা।

রমা। (রঘুবীরের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া)
কি নৃশংস তোমরা সকলে হায় !
বীরবর ! আঁখি মেলি চাহ একবার,
হেন দশা হেরি তব কাতর হ'তেছে
প্রাণ মোর।

রঘু। কে তুমি মা, দেবী না মানবী ?
কাতর কি হেতু মাতঃ ? চলিলাম শান্তি-
ধামে, সুখের ত কথা ইহা ? আশীর্ব্বাদ
করি মাতঃ, পূর্ণ হ'ক মনোরথ তব।
হে রাঠোরগণ, ভগবান তোমাদের
দিন মতি ফিরাইয়া ; ক্ষমিলাম আমি

তোমাদের, তিনিও করেন যেন ক্ষমা।
শত্রুর শিবিরে, সুখে মরি মাতৃকোলে—(মৃত্যু)

রিণ্। (কর্ম্মচারীগণের প্রতি)
লয়ে যাও মৃতদেহ, যথাযোগ্য হয়
যেন সংকার উহার। সুরযমল্
পুনঃ যদি কভু হেন হঠকারিতার
দাও পরিচয়—

সুরয। ক্ষম অপরাধ ধৈর্য্য-
চ্যুতি হ'য়েছিল মোর। হইবে না আর
কখনও।

রিণ্। কাঁপিতেছে হতভাগ্য ওই,
দাও ওর বন্ধন খুলিয়া, বলুক সে
গিয়া, কতক্ষণ করেছিনু ক্ষমা মোরা
উদ্ধত বৃদ্ধেরে।

(রমা ও রায়মল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

রায়। এখনো কি রিণ্মল্
প্রতি অনুরক্ত তব হিয়া?

রমা। মর্ম্মাহত
হইয়াছি আমি। ইচ্ছা হয় পরিহরি
এ ভীষণ স্থান, পশি গিয়ে অতি ঘোর
গহন কাননে।

রায়। গহন কানন চেয়ে
অধীনের প্রেমপূর্ণ হৃদয় মন্দিরে
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'য়ে, থাক চিরদিন;

ধ্যানে, জাগরণে, পূজিব যতনে সদা
একমনে অতৃপ্তবাসনা চির লয়ে।
পরাণের প্রেমমন্ত্র, নীরবে নয়ন
করিবে প্রকাশ, বহিবে উচ্ছ্বাস তপ্ত!
তা'তেও কি দেবী মোর তুষ্ট নাহি হ'বে?
তাতেও কি রমার হৃদয় একটুও
শান্তি নাহি পা'বে? দেহ যদি অনুমতি,
রিণ্‌মল্‌ মৃতদেহ তব পদতলে
এখনি আনিয়া দিতে পারি।

রমা। পরামর্শ
এ বিষয়ে করা যাবে পরে. এবে যাও
হেথা হ'তে।
(সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে রায়মলের প্রস্থান)
হেন প্রতিহিংসা নহে মোর
অভিপ্রেত। বিশেষতঃ হেন অকৃতজ্ঞ
পামরের সহায়তা লয়ে। ছি ছি ছি ছি
মুহূর্ত্তের তরে হেন বিশ্বাসঘাতক
সহ আলাপন মহাপাপ। মোর রূপে
মুগ্ধ, মূঢ়! অকৃত্রিম প্রণয়ের ভাণ
করে কত! সামান্য কুলটা সম, বুঝি
মোরে করে জ্ঞান, নতুবা সে ভালবাসা
কেন সদা আসে জানাইতে? কহি যদি
এ সকল কথা রিণ্‌মল্‌ সমীপে, তাহে
অভাগার মৃত্যু সুনিশ্চয়। কুলত্যজি'

আসিয়াছি বটে, কিন্তু কুলটা কখনো
নহি। ধর্ম্মসাক্ষী, রিণ্‌মল্‌ ব্যতীত,
কভু অপর পুরুষ, মুহূর্ত্তের তরে
পায় নাই এ হৃদয়ে স্থান, পাবেও না
কদাচন। কিন্তু যা'র লাগি সর্ব্বত্যাগী
আমি, সেই মোরে করিবে যে ত্যাগ দুই
দিন পরে।

গীত।

শঠেরি ছলনে যেন ভোলেনাক ললনা
কভু যেন ভোলেনাক ভোলেনা।
প্রথমে তুষিবে হিয়ে, মধুমাখা কথা ক'য়ে
মজাইয়ে শেষে আর ফিরেও ত চা'বে না,
কভু আর ফিরেও ত চা'বে না।
আগে হ'য়ে পদানত, জানাবে প্রণয় কত
পায়ে ঠেলে যা'বে শেষে দিয়ে প্রাণে বেদনা ;
আহা দিয়ে নিদারুণ বেদনা॥
অবলা সে হতাদরে, ভাসিবে গো আঁখিনীরে
বৃথা হ'বে সকলি সে মিনতি ও সাধনা
মরমে বহিবে শুধু যাতনা॥

কোথা সেই আত্মহারা ভালবাসা এবে,
স্বপ্নসম মনে হয় সে সকল কথা!
হতাদর অবহেলা, কোন্ নারী পারে
না বুঝিতে ? কোন নারী ব্যথা নাহি পায়

কুসুম-কোমল হৃদি চরণে দলিলে ?
লুপ্তপ্রেম তা'র পুনরায় লভিবারে
করিব যতন, না হ'লে সফল তা'য়,
অবলা সে কুল কামিনীরে পরিণয়
লোভ দেখাইয়ে, কুলের বাহির ছলে
করিয়া যে জন, রাখিয়াছে উপপত্নী
সম, ভাবিয়াছে অনায়াসে ঠেলিবে সে
পায়, আকাঙ্খা মিটিলে তা'র, দেখাইব
তা'রে, উপেক্ষিতা দলিতা সে রমণীর
প্রতিহিংসা কিরূপ ভীষণ!

(প্রস্থান)

———o*o———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালিন্দির অপরকুলস্থিত আম্রকানন।

(নিজশিশুর সহিত পৃথার ক্রীড়া ও শয়িত অবস্থায় সমর্ষির উভয়ের প্রতি সাগ্রহ ও সস্নেহদৃষ্টি)

পৃথা।

গীত।

বুকভরা প্রেম উথলে ওঠে।
সরমে মরম কথা না ফোটে॥
সোহাগে আকুল, চেয়ে থাকে ফুল
দরশনে আশ মিটে না মিটে না—
পরশনে তনু কাঁপিয়ে উঠে॥
নিঠুর সে অলি, কুসুমেরে দলি
কেন যায় চলি', চরণে যে লোটে॥

বল নাথ শিশু তব, নহে কি তোমারি
মত ?

সমর্ষি। জীবনতোষিণি! মোর চেয়ে তোমা
সহ সদৃশ্য অধিক ওর। সুকোমল
বিকচ কুসুম সম প্রফুল্ল কপোলে

ওই, হের কিবা গোলাপের আভা শোভা
পায়। বিম্বাধরে ভাসে কিবা সুধাহাসি!
প্রিয়তমে, তোমারি সে ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

পৃথা। কিন্তু ঘন কুঞ্চিত এ কেশ, এই দুটি
বিশাল নয়ন! মরি মরি প্রাণেশেরি
প্রতিকৃতি তুই, আয় যাদু আয় বুকে।

(শিশুকে হৃদয়ে ধারণ)

সমর্ষি। মোর প্রতি পৃথার যে ছিল ভালবাসা,
কতক হরেছে তার ক্ষুদ্র ও তস্কর।
তব আদরের, আমি ছিনু একমাত্র
অধিকারী, ওই চোর জন্মিবার আগে।

পৃথা। প্রিয়তমে, যাদুমণি মোর হরে নাই
ভালবাসা, বাড়ায়েছে আরো। ফললভি'
কেবা করে বৃক্ষে অনাদর? আরো যত্ন
করে তারে।

সমর্ষি। প্রিয়ে, কহিলাম পরিহাস-
ছলে।

(শিশুকে আপন ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন)

পৃথা। কথা যবে কহিতে শিখিবে বাছা
মোর, স্নিগ্ধ হ'বে প্রাণ আমাদের, আধ
আধ মধুমাখা বুলি শুনি'।

সমর্ষি। প্রিয়তমে
পৃথা—

পৃথা। কেন নাথ কি বলিবে বল? কত

কৃতজ্ঞতা করি যে প্রকাশ, ভগবান
পদে প্রতিদিন, হেন দুটি অমূল্য
রতন, তুষ্ট হ'য়ে দিয়াছেন মোরে
বলি'।

সম। কৃতজ্ঞতা শুধু ভগবান্ কাছে
নয়, অজিতের কাছে চিরদিন। তারি
অকৃত্রিম মিত্রতার গুণে পাইয়াছি
তোমা হেন নিধি।

পৃথা। বিভুর নিকট আর
অজিতের কাছে কৃতজ্ঞ রহিব মোরা
চিরদিন তরে। দীর্ঘশ্বাস কেন নাথ ?
করেছি কি দোষ কোন ? হ'য়েছে কি ত্রুটি
কিছু ? মোরে লভি' সুখী কি নহ গো তুমি ?

সম। ছিছি তাও কিলো সুধাইতে হয় ?

পৃথা। কেন
তবে নাথ, চিন্তাপূর্ণ হেরি সদা তব
মুখ, কি যেন বিষাদরাশি অহর্নিশি
জাগিছে হৃদয়ে তব। নিদ্রা যাও যবে,
হেরি কেন চঞ্চলতা, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
কেন করি অনুভব ? ব্যথা পাই প্রাণে,
নিদ্রা নাহি আসে চোখে মোর, চেয়ে থাকি
মুখপানে তব। নাথ ক'রোনা গোপন,
মনব্যথা অন্তরে পুষিয়া রাখা, শুধু
অনলে পুড়িয়া মরা; আপনার জনে

করিলে প্রকাশ উহা, সমবেদনার
সুশীতল ধারা, করে তবু প্রশমিত
সে অনল তেজ।

সম। কেমনে করিব রণ
স্বদেশ বিরুদ্ধে, স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ
সহ, তাই ভাবি' আকুল হৃদয় মোর।

পৃথা। করে না কি তারা আমা সবাকার ধ্বংস
অভিলাষ? ভ্রাতৃসম নহে কি সকল
নর? অকারণ কেন তারা স্বাধীনতা
হরিবারে চায় আমাদের?

সম। জয়ী যদি
হয় তারা—

পৃথা। অরণ্যে বা পর্ব্বত গহ্বরে
পলাইয়ে মিলিব তোমার সাথে পুনঃ।

সম। শিশুসহ কেমনে পলাবে প্রিয়তমে?

পৃথা। কেন নাথ? মাতা যবে বিপদসঙ্কুল
স্থান হ'তে, পুত্রে লয়ে যায় পলাইয়ে,
পুত্রভার করে কি সে অনুভব তবে?

সম। শুন পৃথা, শান্ত কি করিবে হিয়া মোর?

পৃথা। অবশ্য করিব নাথ সাধ্য যদি থাকে।

সম। লুকাইয়ে রহ গিয়া অরণ্য মাঝারে;
আছে সেথা শিবির মোদের, পুরনারী,
বৃদ্ধ, শিশু সন্তানাদিগণ, রবে সবে
সেথা, যুদ্ধ শেষ যদবধি নাহি হয়।

পৃথা একা অবাধ্য কভু না হবে, পতি,
ভগ্নিগণ, আর রাণার ইচ্ছার।

পৃথা। নাথ,
তোমা ছাড়ি নারিব যাইতে। প্রতিপলে
কল্পনায় কত চিত্র করিব অঙ্কিত
তব ; কভু বা আহত, কভু পরিত্যক্ত
একা, হেরিব তোমায়। না, না, ছায়া সম
রব তব কাছে। রাজপুত রমণীরে
রণে যেতে ক'রোনা বারণ।

সম। কেন চিন্তা
পৃথা ? বীর শ্রেষ্ঠ অজিত রহিবে মোর
কাছে।

পৃথা। সত্য বটে, কিন্তু রণক্ষেত্র মাঝে
অধিক বিপদ যথা, রহিবে অজিৎ
তথা। নাথ, প্রতিহিংসা সাধিতে সক্ষম
তিনি, রক্ষিবারে তোমা, নহেন সক্ষম।
বিপদের সম্মুখীন হইবার তরে
তোমারেও ত্যজি তিনি পারেন যাইতে।
আমি কিন্তু করিয়াছি পণ, যতক্ষণ
রবে দেহে প্রাণ, সঙ্গ না ছাড়িব তব।
প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, পৃথার প্রতিজ্ঞা,
ভঙ্গ করিবারে কেন এত সাধ তব ?

সম। না, না, প্রিয়ে তব সাধে আর নাহি দিব
বাধা। জীবনের সহচরি, সাধ্বী সতী

শান্তি প্রদায়িনী, আশা, প্রীতি, বল, ধর্ম্ম
গৌরব, সর্ব্বস্ব আমার, তোমা হেন নিধি
আছে যার, ভাগ্যবান তার চেয়ে আছে
কে ধরায় ?

পৃথা। সামান্য দাসীরে নাথ, কেন
এত উচ্চে তোলা ? আসিছেন বুঝি রাণা
এই দিকে ?

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

সম। নহে রাণা। সুহৃৎ অজিত
মন্দিরের চারিদিকে স্থাপিতেছে সৈন্য-
গণে। চৌহান-গৌরব বীরেন্দ্র কেশরী
আসিতেছে এই দিকে।

(অজিৎসিংহের প্রবেশ)

পৃথা। সেনাপতি, বন্ধু,
ভ্রাতা মোর !

সম। সহচর, হিতৈষী সুহৃৎ,
তব ঋণ কেমনে করিব পরিশোধ ?

অজি। পরিশোধ নাহি চাহি, পরিতৃপ্ত হবে
মোর প্রাণ, সুখী হেরি তোমা দুজনায়।

পৃথা। হের মোর শিশু ! মম হৃদয় শোণিত।
কিন্তু যদি কভু, তোমারে সে পিতৃসম
নাহি করে জ্ঞান, পিতার সমান ভক্তি
নাহি করে, তখনি সে মাতৃস্নেহ হ'তে
হইবে বঞ্চিত।

অজি। কেন এত কৃতজ্ঞতা ?
একমাত্র সাধ, ছিল হৃদে চিরদিন
মম, পৃথা যাহে হয় সুখী। এবে তোমা'
হেরি সুখী! নহে কি ইহাই পুরস্কার
মোর ? উদ্দেশ্য আমার নহে কি সাধিত ?
এবে শুন পৃথা, বন্ধু-উপদেশ। আজি
দেবপূজা অবসানে সকল পুরস্ত্রী
সহ, তোমারেও হেথা হ'তে যেতে হবে
অরণ্য-শিবিরে।

পৃথা। তোমরা যেথায় রবে,
পৃথার কি সেই স্থান নহে নিরাপদ ?

অজি। শুনিলাম দূতমুখে, কল্য রিণ্‌মল্‌
আক্রমিবে আমাদের। ভেবেছে সে মনে,
আচম্বিত আক্রমণে লভিবে সে জয়।
তুমি পৃথা থাক যদি সাথে, ব্যর্থ হবে
মোদের প্রয়াস।

পৃথা। কেন ব্যর্থ হবে আমি
বুঝিতে না পারি।

অজি। জাননা কি মোরা—তব
স্বামী আর আমি, কত স্নেহ তোমারে যে
করি ? তুমি যদি থাক নিকটে মোদের,
সাহস, বিক্রম, প্রতিহিংসা, সব হ'বে
লোপ হৃদি হ'তে আমাদের। চিন্তা শুধু
তোমা প্রতি হইবে ধাবিত। শত্রুনাশ

চেয়ে, তব নিরাপদ চিন্তা আরও
হইবে প্রবল।

সম। বেশ সখা ; বলিয়াছ
মনোমত কথা মোর, বুঝাও পৃথারে
আমিত মেনেছি হার।

পৃথা। স্নেহ-আতিশয্য,
বিক্রমের পরিবর্ত্তে আশঙ্কা সঞ্চার
করিতেছে তোমাদের হৃদে, ভাগ্যবতী
আপনারে মনে করি ইথে। কিন্তু হেন
যুক্তি, পত্নীর নিকট, সারগর্ভ বলি'
নাহি হয় বোধ।

অজি। হের তব প্রিয় শিশু
মুখপানে চেয়ে। শুধু পত্নী নহ তুমি,
জননীও বটে। মাতারো নিকটে কিগো,
যুক্তি আমাদের অসার বলিয়া হয়
বোধ ?

পৃথা। (শিশুকে চুম্বন করিয়া)
মানিতেছি পরাজয়, আর নাহি
অবাধ্য হইব। ভেবোনাক প্রাণেশ্বর।

সম। প্রিয়তমে এতক্ষণে শান্ত হ'ল হিয়া
মোর। সখা, সখা, বড় উপকার তুমি
করিলে গো পুনঃ আজি।

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

অজি। মহেশ মন্দিরে,

পূজা তরে আসিছেন রাণা। এস পৃথা
পূজি গিয়ে মহেশ্বরে সবে। পতিব্রতা
স্ত্রীর, ব্যাকুলা মাতার, কাতর প্রার্থনা.
অবশ্য পশিবে কর্ণে দেব মহেশের।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহেশ মন্দির।

(পুরোহিত পূজায় নিযুক্ত, একদিকে রাণা, সমর্ষি, অজিৎসিংহ ও অন্যান্য সৈন্যগণ, অপর দিকে রাণী, শিশু ক্রোড়ে পৃথা ও অপরাপর পুরস্ত্রীগণ)

গীত।

পুরুষগণ— মঙ্গলময় মহাদেব মহেশ্বর,
রমণীগণ— শ্মশানবাসী, পরম সন্ন্যাসী বিশ্বেশ্বর।
সকলে— জয় জয় অনাদি ঈশ্বর॥
পুরুষগণ— নীলকণ্ঠ নির্ব্বিকার, সুধাগরল নাহি বিচার,
রমণীগণ— ভস্ম চন্দনে অভেদ জ্ঞান যোগীশ্বর।
সকলে— জয় জয় অনন্ত ঈশ্বর॥
পুরুষগণ— সৃজন পালন লয়, সকল কারণ তুমি,
রমণীগণ— ত্রিপুরারী ত্রিলোচন ত্রিভুবন স্বামী।
সকলে— অভয় চরণে রেখো হর॥

রাণা। সমর্ষি, অজিৎ, মহেশের আশীর্ব্বাদ
লভি', যুদ্ধে কর জয়লাভ। বৎসে পৃথা,
পতি সোহাগিনী হও, পিতৃসম বীর

হ'ক সন্তান তোমার।

পৃথা। করুন মঙ্গল
রাণার মহেশ, প্রজাদের পিতৃতুল্য
যিনি। সাধ্বী যদি হই, মোর এ প্রার্থনা
ব্যর্থ নাহি হবে কভু।

রাণী। বৎসে পৃথা, উমা-
পতি শুনিবেন তব এ প্রার্থনা। উমা
সমা সতী তুমি বাছা। আমি যদি সাধ্বী
হই, আমারো প্রার্থনা তবে পূর্ণ যেন
করেন মহেশ। বীর স্বামী তব, যুদ্ধে
যেন রক্ষা পায়, অতুল গৌরব লভে
যেন।

পৃথা। মাতঃ তব আশীর্ব্বাদ কভু নহে
ব্যর্থ হইবার।

সম। জননীর আশীর্ব্বাদ
লভি' হইলাম ধন্য আমি।

রাণা। হে অজিত
জেনেছ কি সৈন্যগণ সাধ ?

অজি। সকলেরি
এক ইচ্ছা—হয় জয়, নয় মৃত্যু। "রাণা,
দিল্লি, মহেশ্বর" এইরব সকলের
মুখে। সকলেরি এক প্রাণ, একমত।

রাণা। বীরবর, বিপদ সময়ে দেখায়েছ
অসীম বীরত্ব। তোমারি সে বাহুবলে

জিনিয়াছি বহুযুদ্ধ। সৈন্যগণ আছে
ত প্রস্তুত সবে ?

অজি। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)
বীর সহচরগণ,
রাঠোর ও চৌহান বিক্রম অচিরেই
পরীক্ষা হইবে, আছ ত প্রস্তুত সবে ?
(নেপথ্যে) হয় জয় নয় মৃত্যু পণ আমাদের।

অজি। জয় সুনিশ্চয়, ধর্ম্ম যবে সহায়
মোদের। শত্রুগণ যুঝে শুধু দিল্লির
ঐশ্বর্য্যলোভে, মোরা যুঝি স্বদেশের
তরে। রাজ্য বিস্তারের লোভে, ন্যায়, ধর্ম্ম,
মনুষ্যত্ব ভুলি' হ'য়েছে প্রবৃত্ত রণে
দুষ্ট শত্রুগণ, মোরা শুধু চিরপ্রিয়
স্বাধীনতা তরে করি রণ। লুণ্ঠনের
লোভে, দস্যুসম প্রবেশিছে বৈরীগণ
মহামান্যা মাতৃভূমি দিল্লি নগরীতে,
তাই মোরা ধরি অসি স্বরগের চেয়ে
গরীয়সী জন্মভূমি তরে। শত্রুগণ
ঘৃণাচক্ষে হেরে, সেনাপতি রিণ্‌মলে,
ভয়ে শুধু আদেশ পালন করে তার।
পিতৃতুল্য যে রাণারে করি জ্ঞান, সেবি
সেই দেবতুল্য রাণারে আমরা সবে।
মহেশের নাম স্মর হবে সুনিশ্চয়
জয়।

"(নেপথ্যে হর হর হর, জয় রাণার জয়, জয় দিল্লির জয়, জয় সেনাপতি অজিৎসিংহের জয়, জয় সেনাপতি সমর্ষির জয়, হর হর হর হর")

(রাণা, অজিৎসিংহ ও সমর্ষির মস্তকে পূজার বিল্বপত্র দ্বারা পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ, সকলের ভক্তিভরে প্রণাম)

(দূতের প্রবেশ ।)

দূত। প্রভো, শত্রু সন্নিকট।

রাণা। কত সন্নিকট ?

দূত। প্রায় একক্রোশ দূরে।

অজি। এখনি তাদের মিটাইব রণসাধ।

রাণা। (পুরস্ত্রীগণের প্রতি)
নিজ নিজ সন্তানাদি লয়ে, যাও এবে
নির্দ্দিষ্ট শিবিরে।

পৃথা। (সমর্ষির প্রতি)
নাথ !

সম। মিলিব আবার
শীঘ্র। মহেশ্বর রক্ষিবেন তোমাদের।
ননীর পুতলি মোর চুমি আয় চাঁদ
মুখখানি।

(শিশুর মুখচুম্বন)

রাণা। শীঘ্র যাও সবে, বিলম্বে
অনিষ্ট হবে।

(পুরস্ত্রীগণের প্রস্থান)

পৃথা। (যাইতে যাইতে সমর্ষির প্রতি)

মনে থাকে যেন তোমার
জীবন, নাথ আমারও জীবন। শুন

(অজিতের প্রতি)

বীরবর, সমর্ষিরে এনে দিও মোর।

(প্রস্থান)

রাণা। (অসি নিষ্কাসিত করিয়া)

সৈন্যগণ চল তবে স্বাধীনতা তরে
ধরি অসি। জানি আমি অসীম বিক্রম
তোমাদের। পরাজয় হয় যদি, কভু
হওনা হতাশ। জয় যদি হয়, কভু
হওনা নির্দ্দয়।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মহেশমন্দির ও শিবিরের অন্তবর্ত্তী পথ।

(অজিৎ ও সমর্ষি।)

অজি। বিদায় এক্ষণে, আশা করি লভি' জয়
শীঘ্র পুনঃ মিলিব দুজনে।

সম। কে বলিতে
পারে? হয় ত হবে না দেখা এ জনমে
আর। সখা এককথা আছে মোর।

অজি। যুদ্ধ
ভিন্ন অন্য কথা এবে কি হইতে পারে?

সম। এক কথা—পৃথা—

অজি পৃথা ? বল কি বলিবে।

সম। প্রহরেক পরে হবে আমাদের—

অজি মৃত্যু
কিম্বা জয়।

সম। একের পতন, অপরের
জয়, হলেও হইতে পারে !

অজি হয়ত বা
মৃত্যু উভয়ের।

সম। তাই যদি হয়, তবে
স্ত্রীপুত্র আমার রবে রাণার আশ্রয়ে,
ভগবান করিবেন রক্ষা তাহাদের।
কিন্তু আমি যদি মরি, তাদের রক্ষার
ভার তোমার উপর। পৃথারে যতন
ক'রো, পুত্রের আমার পিতা হ'ও তুমি।

অজি। ছি সমর্ষি! অমঙ্গল চিন্তা কর দূর।

সম। বিস্তর করেছি চেষ্টা, কিন্তু বোঝেনাক
মন। কর অঙ্গীকার, রাখিবে আমার
শেষ অনুনয় ?

অজি পৃথারে করিব যত্ন
ভগিনীর সম, করিলাম অঙ্গীকার।

সম। মোর শেষ আশীর্ব্বাদ জানায়ো পৃথারে।

অজি পালিব আদেশ তব।

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

সম। ...এস অসি হস্তে
করি অঙ্গীকার। রাণা ও পৃথার তরে
ধরি এই অসি।

(উভয়ের অসি নিষ্কাসন)

অজি। পৃথা ও রাণার তরে
ধরিব এ অসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

চৌহান শিবির।

(একজন বৃদ্ধ অন্ধ ও একটি বালকের প্রবেশ।)

বৃদ্ধ। কেহ শিবিরে ফেরে নাই ?

বালক। কেবল মাত্র একজন দূত ফিরেছে, মহেশ মন্দির হ'তে সকলে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হ'য়েছে।

বৃদ্ধ। ঐ শোন, যুদ্ধের কোলাহল! হায় যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকিত, তা হ'লে এখনও অসি ধারণ করিয়া বীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে মরিতে পারিতাম।

বালক। ঠাকুরদাদা, আমার বাবা রক্ষা পাবে ত ?

বৃদ্ধ। বৎস, তোমার পিতা তার কর্ত্তব্য পালন করবে। তোমার জন্যই আমার ভাবনা।

বালক। কেন, ঠাকুরদাদা, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব।

বৃদ্ধ। কিন্তু যদি শত্রুরা এখানে আসে, অন্ধ আমি, আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে লয়ে যাবে।

বালক। না ঠাকুরদাদা, তা অসম্ভব। তারা দেখ্‌বে যে তুমি বৃদ্ধ ও অন্ধ, আমা ছাড়া তোমার একদণ্ড চল্‌বে না, তা হ'লেই তারা আর আমায় নিয়ে যাবে না।

বৃদ্ধ। বৎস, এই নির্দ্দয় মনুষ্যদের হৃদয় তুমি জাননা।

(নেপথ্যে যুদ্ধকোলাহল)

বৃদ্ধ। ঐ শোন, ক্রমে আরও নিকটে বোধ হইতেছে। অসি ধারণ করিবার জন্য আমার আপনা আপনি মুষ্টি বদ্ধ হইতেছে। হায় দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ।

বালক। ঠাকুরদাদা, সৈন্যেরা পালাচ্ছে।

বৃদ্ধ। রাঠোর সৈন্য?

বালক। না চৌহান সৈন্য।

বৃদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চৌহানের পলায়ন, অসম্ভব কথা। ভাল ক'রে দেখ।

(একজন চৌহান সৈন্যের প্রবেশ)

বালক। হে সৈনিক, আমার অন্ধ ঠাকুরদাদাকে যুদ্ধের খবর বল।

সৈনিক। খবর বড় খারাপ, রাঠোর সৈন্যসংখ্যা আমাদের দেড় গুণেরও বেশী, আমাদের সৈন্যগণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, রাণা আহত।

বৃদ্ধ। রাণা আহত, চৌহান সৈন্য কি করিতেছে, অজিৎসিংহ, সমর্ষি, কি করিতেছেন?

সৈন্য। তাঁরা ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধ কর্‌ছেন, শুধু তাঁদের

সাহস ও বিক্রম দেখে, আমাদের সৈন্যেরা এখনও রণে ভঙ্গ দেয় নাই, না হ'লে অনেকক্ষণ আগে তারা পালাত।

(প্রস্থান)

(আহত রাণাকে লইয়া একজন কর্ম্মচারী ও কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ)

রাণা। আমার আঘাত তত গুরুতর হয় নাই, আমায় যুদ্ধে যাইতে নিবারণ করিও না।

কর্ম্মচারী। প্রভো এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় আপনার যুদ্ধে যাওয়া কখনই উচিৎ নহে। আপনি নিরাপদ থাকিলে আমরা সচ্ছন্দে যুদ্ধ করিতে পারিব। নতুবা আপনার কোনও বিপদ হইলে আমরা নিরুৎসাহ হইব, নিশ্চয় পরাজয় হইবে। আরও গুরুদেব বিশেষরূপে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন "প্রজার মঙ্গলের জন্য আহত শরীরে যেন রাণা অদ্য আর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন।"

রাণা। ভাল র'ব হেথা, রহিল মনেতে বড়
খেদ, সৈন্যগণে মম, নারিনু সাহস
দিতে থাকি তাহাদের মাঝে। তাহাদের
বীরপণা নিজচক্ষে নারিনু হেরিতে।
মাতৃভূমি তরে নারিনু ধরিতে অসি।
কিন্তু খেদের সময় ইহা নহে, যাও
সবে রণক্ষেত্রে, কারেও রাখিতে
হেথা নাহি চাই।

(কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণের প্রস্থান)

হায় প্রজাগণ! রাণা
হ'য়ে তোমাদের নারিনু রক্ষিতে, আমা
সম হতভাগ্য কে আছে ধরায়!

বৃদ্ধ। (রাণার নিকটে আসিয়া) এ দিকে কার কাতরোক্তি শুন্‌ছিলেম?

রাণা। একজন অতি হতভাগ্য জীবের, যার আশালতা প্রায় শুষ্ক হইয়াছে।

বৃদ্ধ। রাণা জীবিত আছেন ত?

রাণা। রাণা এখনও জীবত।

বৃদ্ধ। তবে তোমার আশা ভরসা ত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই, রাণা তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রজাকেও রক্ষা করিয়া থাকেন।

রাণা। রাণাকে কে রক্ষা করিবে?

বৃদ্ধ। ধর্ম্মই ধার্ম্মিক রাণাকে রক্ষা করিবে। তাঁর গুণে প্রজারা মুগ্ধ, দেবতারা সন্তুষ্ট, মঙ্গলময় মহেশ্বর রাণার মঙ্গল করুন।

রাণা। (স্বগত) হায় প্রজারা যাহার এত অনুরক্ত
　　আছে কেবা তার সম ভাগ্যবান্?

বালক। মহাশয়, দেখুন দেখুন, কতকগুলি ভীষণ লোক আমাদের দিকে আস্‌ছে।

রাণা। শত্রুগণ আসিছে এ দিকে, রাণা হ'য়ে
　　আমি পলাতক ভাবে লুক্কায়িত হেথা?
　　একখানি অসিমাত্র নাই, এই অন্ধ
　　ও বালকে রক্ষিবারে। নাহি ভাবি নিজ
　　প্রাণ তরে।

(সুরযমল্, সিওরাজ ও অন্যান্য রাঠোর সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সুরয। ঐ রাণা, আমি বেশ জানি, আমাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে, বন্দী কর, বন্দী কর।

সিওরাজ। পলায়নপর চৌহানদের অনুসরণ না ক'রে, রাণাকে বন্দী ক'রে এই দিক দিয়ে এস, শীঘ্র দলে মিশিগে।

(রাণাকে বন্দী করিয়া সকলের প্রস্থান।)

বৃদ্ধ। রাণা! রাণা বন্দী হ'লেন, ধিক মোরে, ধিক্ মোর অদৃষ্ট, রাণার দেবমূর্ত্তি চক্ষে দেখ্‌তেও পেলেম না। বৎস যদি তুমি আমায় দস্যুদের একটু কাছে লয়ে যেতে, যাতে তাদের একখানা অসি আমি নাগাল্ পেতেম্—

বালক। ঠাকুরদাদা, আমাদের সৈন্যেরা সব এদিকে পালিয়ে আস্‌ছে।

বৃদ্ধ। না, রাণাকে উদ্ধারের জন্য আস্‌ছে।

(চৌহান সৈন্যগণের প্রবেশ ও ইতস্ততঃ পলায়নচেষ্টা, একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। সৈন্যগণ দাঁড়াও, সেনাপতি অজিৎ সিংহের আদেশ, কেহ রণে ভঙ্গ দিও না।

সৈন্যগণ। মুষ্টিমেয় আমরা অগণিত শত্রুদের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌ব। (পলাইতে উদ্যত)

(বেগে অজিৎসিংহের প্রবেশ)

অজিৎ। ভীরু, চৌহান-কলঙ্ক কাপুরুষগণ,
ফের সবে। মৃত্যুরে এতই ভয়? ধিক্,
অপমানে নাহি ভয়, লজ্জা নাহি হয়?
একপদ নড়িবে যে হেথা হ'তে, মৃত্যু
তার মোর হাতে জেনো স্থির। কিম্বা যদি
হয় অভিরুচি, তোদের ও কলঙ্কিত
অসি, বিদ্ধ কর হৃদে মোর, এ কলঙ্ক
যেন আর, না হয় হেরিতে। রাণা কোথা?

কর্ম্মচারী। শুনিলাম এই বৃদ্ধ আর বালকের
মুখে, জন কত শত্রুসৈন্য আসি, লয়ে
গেছে রাণারে করিয়ে বন্দী। এই পথে
গেছে, এখনো তাদের যেতে পারে ধরা!

অজি। রাণারে করেছে বন্দী? শোন্ পাপাত্মারা!
পিতৃতুল্য, দেবতুল্য রাণারে তোদের,
না জানি কতেক লাঞ্ছনা দিয়ে, লয়ে
গেছে দুর্ব্বৃত্ত রাঠোর। কাপুরুষ তোরা,
নিজ হেয় অপদার্থ প্রাণ রক্ষিবারে,
পৃষ্ঠ দেখাইয়ে রণে, চাস্ পলাইতে।
ধিক্, শত ধিক জীবনে তোদের!

বৃদ্ধ। সেনাপতি অজিৎসিংহের কথা শুনে কার না ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়? হায় ভগবান্, এ বৃদ্ধেরে অন্ধ করিলে কেন, না হ'লে বৃদ্ধের বাহুতে এখনও কত বল তা দেখাতেম্। অথবা ভালই করিয়াছ কারণ যে সকল কম্পিত-কলেবর কাপুরুষ, সেনাপতির কথা শুনে এখনও রাণার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতেছে না, চৌহান নামের কলঙ্ক-স্বরূপ সেই সকল নরাধমের মুখদর্শন করিতে হইল না।

অজি। এই বৃদ্ধ ও অন্ধের বিন্দুমাত্র রক্ত
যদি থাকিতরে তোদের শরীরে, তবে
আজ চৌহানের নামে হ'ত না কলঙ্ক!
থাক্ তোরা সবে অপদার্থ প্রাণ লয়ে,
একা আমি যাব রাণার উদ্ধার তরে
প্রাণ দিতে।

সৈন্যগণ। সেনাপতি, আর লজ্জা দিবেন না, অপরাধ ক্ষমা করুন, চলুন আমরাও রাণার উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিব।

(নেপথ্যে রণবাদ্য, অজিৎসিংহ ও কর্ম্মচারীর বেগে প্রস্থান ও সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

বৃদ্ধ। অজিৎসিংহ তুমিই যথার্থ বীর, ভগবান্ তোমার সহায় হউন। বৎস শীঘ্র কোনও একটা উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া আমাকে যুদ্ধ বৃত্তান্ত সব বল।

বালক। আমি এই উঁচু বটগাছে উঠ্‌ছি। আমার ইচ্ছা করে সেনাপতির সঙ্গে আমিও যুদ্ধে যাই। (বৃক্ষে আরোহণ ও উপর হইতে) ঠাকুরদাদা এখান থেকে সব দেখ্‌তে পাচ্চি। ঐ যে রাণাকে নিয়ে শক্ররা পালাচ্চে, সেনাপতি এখনও তাদের নাগাল ধর্‌তে পারেন নি, কিন্তু যে রকম তীরের মত বেগে দৌড়েছেন তাতে আর বড় দেরি নেই। ঐ, ঐ এসেছেন, শক্ররা ফিরেছে, ঘোর যুদ্ধ বেধেছে, তরওয়াল থেকে আগুন বেরুচ্চে, সেনাপতিকে শক্ররা ঘিরে ফেলেছে, আর তাঁকে দেখা যাচ্চে না, উঃ কত লোক মর্‌ছে।

বৃদ্ধ। সেনাপতিকে দেখ্‌তে পাচ্চ না, রাণাকে দেখ্‌তে পাচ্চ না?

বালক। না, ঠাকুরদাদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার পাচ্চি, শক্ররা পালাচ্চে, ঐ যে রাণা সেনাপতিকে আলিঙ্গন কর্‌ছেন।

(নেপথ্যে "জয় রাণার জয়")

বৃদ্ধ। ভগবান্ মহেশ্বর ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য সেনাপতি! বৎস শীঘ্র নামিয়া আইস।

বালক। (নামিয়া) ঠাকুরদাদা তুমি এত কাঁপ্‌ছ কেন?

বৃদ্ধ। আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। চল বৎস গৃহে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(রাণা, অজিৎসিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

রাণা। বীরবর, চির কৃতজ্ঞতা পাশে আজ
বাঁধিলে আমায়, করি মুক্ত শত্রুহস্ত
হ'তে ; ধর এই মুক্তাহার, কৃতজ্ঞতা
উপহার বলি'।

(গলায় মুক্তাহার প্রদান)

অজি। নহি আমি, মহেশ্বর
রাণারে মোদের করিলেন মুক্ত আজি।

(সমর্ষির অধীন কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ)

অজি। কি সংবাদ সমর্ষির কহ সৈন্যগণ।

১ম সৈ। সেনাপতির অদ্ভূত বিক্রম দেখিয়া আমাদের পলায়নপর সৈন্যগণ ফিরিল এবং দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিল, আমাদের জয়লাভও হইল বটে, কিন্তু হায়! বোধ হয় সেনাপতি আর জীবিত নাই। তাঁর অদ্ভূত বীরত্ব দেখে শত্রুরাও স্তম্ভিত হ'য়েছিল।

রাণা। কি বলিলে সমর্ষি জীবিত নাই?

১ম সৈ। আমি তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়াছি।

২য় সৈ। আমি তাঁহাকে আবার উঠিয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি একা ছিলেন, বহুসংখ্যক শত্রু আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, তাঁহার অসি দিখণ্ড হইয়া গেল, তিনি আবার পতিত হইলেন।

রাণা। হায় যে জিনিল রণ সেই বেঁচে নাই !

অজি। তোমরা কি কাষ্ঠপুত্তলিকা সম ছিলে
দাঁড়াইয়া ? পৃথারে কে দিবে এ সংবাদ ?
হায় প্রাণপাখি তার তখনি ছাড়িবে,
সুকোমল হৃৎপিঞ্জর হ'তে।

রাণা। সমর্ষি, দিল্লি উদ্ধারিলে আজি, কিন্তু
ত্যজিলে আমারে কেন ? ঋণ তব হায়
নারিনু করিতে পরিশোধ ! কি ব'লে গো
পৃথারে শান্তনা দিব ?

(বিমর্ষভাবে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য মধ্যে চৌহান শিবির।

(শিশুক্রোড়ে পৃথা ও অপরাপর পুরস্ত্রীগণ ও তাহাদের শিশুসন্তানগণ)

১মা পুরস্ত্রী। দিদি কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ কি ?

২য়া। হাঁ একজন চৌহান সৈন্য বিমর্ষভাবে এই দিকে আসছে।

পৃথা। হৃদয় স্থির হও।

(একজন সৈন্যের প্রবেশ)

১মা পু। কি খবর, জয় না পরাজয় ?

সৈ। পরাজয়, রাণা আহত ও শত্রুদিগের বন্দী।

পৃথা। (শুষ্ককণ্ঠে) সমর্ষি ?

সৈ। তাঁকে আমি দেখি নাই।

১মা। কি সর্ব্বনাশ, আমরা কোথা যাব ?

২য়া। চল, ব'নের আরও নিবিড় প্রদেশে যাই।

পৃথা। আমি এক পা নড়িব না।

(নেপথ্যে "জয় রাণার জয়" ও সকলে চমকিত)

(আর একজন সৈন্যের প্রবেশ)

২য় সৈ। যুদ্ধে আমাদের জয় হ'য়েছে, সকলে আনন্দ কর।

১মা। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ! রাণার খবর কি ?

২য় সৈ। রাণা বিজয়ী সৈন্যগণের সহিত এই দিকেই আস্‌ছেন

(নেপথ্যে জয় ধ্বনি)

(রাণা, অজিৎসিংহ ও সৈন্যগণের জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ।)

(সমর্ষির অভ্যর্থনার জন্য পৃথার সাগ্রহে সৈন্যগণের দিকে আগমণ ও সমর্ষিকে না দেখিয়া, অজিৎসিংহের নিকট যাইয়া)

পৃথা। সমর্ষি কোথায় মোর ?

(অজিতের মুখ ফিরাইয়া লওন)

(রাণার প্রতি) রাণা, স্বামী মোর
দিন ফিরাইয়ে, এই শিশুরে ফিরায়ে
দিন, পিতারে তাহার।

রাণা। (বিমর্ষভাবে) হওনা উতলা
সমর্ষিই আজ দিল্লি উদ্ধারিল,
তারি বাহুবলে হ'ল জয় আমাদের।

পৃথা। স্বামী মোর আছে ত জীবিত ?

রাণা। চিরদিন
হৃদয়েতে মোর রবে সে জীবিত।

পৃথা। রাণা,
সন্দেহে রেখোনা আর, সন্দেহতে বাড়ে
শুধু ভয়, বাড়ে শুধু হৃদয়ের জ্বালা।
স্পষ্ট করি কহ, সত্য কি এ শিশু পিতৃ-
হীন ?

রাণা। মাতঃ ক্ষীণ আশা রয়েছে এখনো
কেন উহা কর চুরমার ?

পৃথা। ক্ষীণ আশা?
এখনো আছে ত আশা? বীরবর, বন্ধু (অজিতের প্রতি)
সত্যবাদী তুমি, নাথের সংবাদ মোর
কহ সত্য করি।

অজি। সমর্ষির মিলে নাই
কোনও সন্ধান।

পৃথা। সে কেমন কথা? মিলে
নাই কোনও সন্ধান? এর অর্থ কিবা?
সত্য কেন করিছ গোপন? শত বজ্র
হান মস্তকে আমার "সমর্ষি জীবিত
নাই" এই কথা বলি'। বিলম্ব না সহে,
যেতে হ'বে মোরে, প্রভু মোর গিয়াছেন
আমা ফেলি' যথা।

অজি। কহিব কেমনে মিথ্যা!

পৃথা। মিথ্যা? তবে কি গো জীবিত আমার প্রভু?
বল বল মিনতি করিছে পৃথা, দয়া
কি গো নাহি হয়? বাছা মোর, ক্ষুদ্র হাত
দুটি তুলি' কররে মিনতি, তোর প্রতি
হ'তে পারে দয়া।

অজি। হয় ত সমর্ষি, বন্দী
এবে শত্রুদের।

পৃথা। বন্দী? রাঠোরের বন্দী?
রিণ্মলের বন্দী? তবে আর জীবিত
সে নাহি এতক্ষণ।

রাণা। ধৈর্য্য ধর মাতঃ
দিল্লির সমস্ত রতন দিয়ে, মুক্তি
মাগি' পাঠাইব সমর্ষির। যাও দূত,
যাও অবিলম্বে, লইয়ে প্রস্তাব মোর
রিণ্‌মল্‌ সমীপে।

পুরস্ত্রীগণ। ভগ্নিগণ, এস আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা বীর সমর্ষির মুক্তির জন্য আমাদের মণি, মুক্তা ও স্বর্ণ অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিয়া দিই।

(সকলের সাগ্রহে অলঙ্কার উন্মোচন)

রাণা। ধন্য তুমি হে সমর্ষি! পুরনারীগণো,
তোমা তরে প্রস্তুত সর্ব্বস্ব দিতে। ধন্য
আমি, বহু ভাগ্যফলে লভিয়াছি হেন
প্রজাগণে।

পৃথা। ভগ্নিগণ, কৃতজ্ঞতা, জীহ্বা
মোর করেছে জড়িত। প্রাণের আবেগ
করিয়াছে কণ্ঠরোধ, পতি-বিরহিণী
দুখিনী সম্বল শুধু নয়নের জল।
আর এক ভিক্ষা, রাণা, আছে অধিনীর ;
দূতসহ যাইতে এ অভাগীরে দেহ
অনুমতি।

রাণা। বৎসে, মনে রেখো, শুধু পত্নী
নহ তুমি সমর্ষির, পুত্রের তাহার
জননীও বটে। ও চারু মূরতি তব,
ও নব যৌবন, তব পক্ষে হইবে না

নিরাপদ দুরবৃত্ত শত্রুর শিবিরে;
সমর্ষিও তোমা' তরে হবে চিন্তান্বিত
আরো। রহ হেথা, যতক্ষণ দূত নাহি
ফিরে।

পৃথা। ততক্ষণ কিরূপে গো ধরি প্রাণ?

রাণা। উতলা হইলে মিছে বাড়িবে ভাবনা।
চল গিয়ে পূজি সবে দেব মহেশ্বরে,
সমর্ষির মঙ্গলের তরে, করিবেন
সে মঙ্গলময়, অবশ্য মঙ্গল। যাঁর
কৃপা বলে, হ'ল আজি দিল্লির উদ্ধার,
পুনঃ তাঁর কৃপাবলে উদ্ধারকর্ত্তার
হইবে উদ্ধার। চল সবে, জয় তরে,
কৃতজ্ঞতা করিগে প্রকাশ দেবদেব
কাছে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটির।

(বালক ও তাহার অন্ধ পিতামহ।)

বা। ঠাকুরদাদা, যুদ্ধে ত আমাদের জিত হয়েছে, সব সৈন্য ফিরেছে, আমার বাবা এখনও আস্‌ছেন না কেন?

বু। বৎস, যুদ্ধ হ'তে কি সকলে ফেরে? ঘরবাড়ি, পরিবার ছেড়ে সকলে যায়, কিন্তু অনেককে আর ঘরে ফিরতে হয় না,

আর বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই ভগ্নির মুখ দেখ্‌তে হয় না, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রে স্বর্গে চলে যায়। আমার বড় দুঃখ হয় তোমার বাপ তার বুড়ো অন্ধ বাপকে ফেলে ফাঁকি দিয়ে আগে স্বর্গে চলে গেল, আর আমি প'ড়ে রইলুম। উঃ।

বা। ঠাকুরদাদা, বাবার জন্য আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে। আমার যে মা নেই, বাপ্‌কেও কি হারালুম ?

বৃ। (স্বগত) আর যে শোক চেপে রাখ্‌তে পারি নি, প্রাণ যে ফেটে যায়, হায় এ বালকের দশা কি হবে। আমার দুটি পুত্র ছিল একে একে দুইটিই হারালেম। হা ভগবান্‌ আর কেন আমায় কষ্ট দাও।

বা। ঠাকুরদাদা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন, আমার বড় মন কেমন ক'র্‌ছে। সত্যি কি বাবা আর ফিরে আস্‌বেন না ?

বৃ। বৎস, সকলই ভগবানের ইচ্ছা, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, অবশ্য তোমার বাবা ফিরে আস্‌বে। যদি ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ হয় তবে তোমায় একটা কথা বলে রাখি শোন। আমি ত আর বড় বেশী দিন বাচ্‌বো না, তাতে তোমার ভাবনা নাই, রাণা তোমায় রক্ষা কর্‌বেন। আমি তোমার জন্য এক বহুমূল্য জিনিষ রেখেছি, সাবধান কখনও তার অপব্যবহার করোনা, যাও এই চাবি নিয়ে ঐ সিন্দুকের ভিতর লাল কাপড় মোড়া সেই মহারত্ন আছে নিয়ে এস।

(বালকের তথাকরণ)

বা। ঠাকুরদাদা, এ যে তলওয়ারের মত দেখ্‌ছি।

বৃ। হ্যাঁ তাই, খুলে দেখ উহাতে কি লেখা আছে।

বা। (খুলিয়া) বাঃ, এ খুব সুন্দর তলওয়ার, বাঁটে মুক্তো বসান রয়েছে, লেখা আছে "রাণা বিক্রম সিংহ"।

বৃ। বৎস, রাণা বিক্রমসিংহ বর্ত্তমান রাণার পিতা। একসময় যখন তোমার এই বুড়ো ঠাকুরদাদা জোয়ান ছিল, তখন সে রাণা বিক্রমসিংহকে শত্রুর হস্ত হ'তে মুক্ত করে। তাই তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে ঐ অসি পুরস্কার দেন। ভগবান জানেন, যতদিন চক্ষু ছিল, শরীরে বল ছিল, ততদিন ঐ অসির সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলাম কিনা। পরে যখন উহা ধারণ করিবার আর ক্ষমতা রহিল না তখন উহাকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। তোমার বাবাকে আমার নিজের অসি দিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম আমার অসির যদি সদ্ব্যবহার সে করিতে পারে, তবে তাকে রাণা প্রদত্ত অসি প্রদান করিব। কিন্তু তাহা হইল না। সে আমার অসির সদ্ব্যবহার করিয়াছে সত্য, কিন্তু আর ঘরে ফিরিল না। এখন তোমাকেই ঐ অসি প্রদান করিলাম, রাণাকে উহা দেখাইলেই তিনি তোমাকে যথেষ্ট সমাদর করিবেন। রাণার কার্য্যে, দেশের কার্য্যে, ঐ অসি ব্যবহার করিও, যেন উহার অপমান না হয়।

বা। ঠাকুরদাদা, আমি যদিও এখন ছেলে মানুষ, তবুও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি এ অসির অপমান হবে না, আমার বাপ্‌ ঠাকুরদাদার নাম ডুবাব না। যে রাঠোর আমার বাপ্‌কে মেরেছে, সেই রাঠোরগণকে শাস্তি যদি না দিই, তবে আমি চৌহান নই, তোমার পৌত্র নই।

বৃ। বৎস তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ কতক শীতল

হ'ল, ভরসা হয় তোমা হ'তে অসির অপমান হ'বে না।

বা। ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা, কে একজন এদিকে আস্‌ছে, তার গাময় রক্ত।

বৃ। রাঠোর না চৌহান? যদি রাঠোর হয় অসি খানা আমার হাতে দাও, দেখি এ বৃদ্ধ বয়সে অসিধারণের ক্ষমতা আছে কি না। তুমি সাবধানে আমার পিছনে থাক।

বা। সে কি ঠাকুরদাদা, অসি পেতে না পেতেই তার অপমান কর্‌বো, তোমার পিছনে থাক্‌বো? তা হবে না, আজই আমার পরীক্ষা হবে।

(একজন আহত সৈন্যের রক্তাক্ত কলেবরে প্রবেশ)

বা। ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা, এ শত্রু নয়, এ যে বাবা!

বৃ। অ্যাঁ মুরারী?

বা। উঃ সমস্ত গা দিয়ে রক্ত পড়ছে, বাবার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত লেগেছে।

বৃ। না ওসব আঘাত নয়, অলঙ্কার; বাবা মুরারী, ফিরে এলি কিরে বাপ্।

মুরা। হ্যাঁ পিতঃ, আজ সেনাপতি সমর্ষির কৃপায় আবার ফিরে এলুম, তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

বৃ। ভগবান্ সমর্ষির মঙ্গল করুন। তাঁর বীরত্ব আমার অবিদিত নাই, তবু তাঁর বীরত্বকাহিনী শুন্‌তে ইচ্ছা হয়।

মুরা। সে অদ্ভূত বীরত্ব, স্বচক্ষে না দেখ্‌লে অসম্ভব ব'লে বোধ হয়, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখে স্তম্ভিত হ'য়েছি। শত্রুগণ তাঁকে যখন ঘিরে ফেল্লে, আমরা জনকতক ছিলুম

তাঁর সাহায্যের জন্য ছুটে গেলুম, একে একে সকলেই ভূতলশায়ী হ'ল, কেবল আমিই বাকি রইলুম। সেনাপতি সমর্ষির অসি দ্বিখণ্ড হ'য়ে গেল, তিনি দুইজন হত সৈনিকের দুখানা অসি দুহাতে ক'রে অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন, অনেক শত্রু হত হ'ল, শত্রুরাও বিস্মিত হ'য়ে গেল। আর আশা নাই দেখে তিনি আমাকে বল্লেন "যাও, আর যুদ্ধ করে লাভ নাই, রাণাকে গিয়া সংবাদ দিও, আর বিলম্ব ক'রোনা, এস তোমার পথ করে দিই।" এই বলে দুহাতে রাঠোর সৈন্য কেটে আমায় বার ক'রে দিলেন, আমি অনিচ্ছা সত্বেও রাণাকে সংবাদ দিবার জন্য আস্তে বাধ্য হলুম।

র়। যাও আর বিলম্ব ক'রোনা এখনি গিয়ে রাণাকে সংবাদ দাও, যদি সমর্ষি বন্দী হ'য়ে থাকেন রাণা অবশ্য তাঁকে মুক্ত করবেন। আর যদি জীবিত না থাকেন তবে চৌহানেরা যেন প্রতিশোধ লয়, রিণ্‌মল ও তাহার সমস্ত সৈন্যগণকে যেন নির্ম্মূল করে। যাও এই অসি তোমায় উপহার দিলাম, রাণাকে ইহা দেখাইও, আর তোমার ক্ষতবিক্ষত অঙ্গই তোমার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিবে।

(মুরারীর প্রস্থান)

বা। বাবা যেরূপ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন তাতে যেতে তাঁর বড় কষ্ট হবে, আমি গেলে হ'ত।

বৃ। না বৎস, তোমার পিতার সর্ব্বাঙ্গ যেরূপ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছে শুনিতেছি, তাহাতে তারই রাণার নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য। তোমার বাবা ফিরে এলে তাঁর ভাল করে

সেবা ক'রো, ক্ষতস্থানগুলি বেশ করে ধুয়ে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া রাখিও, না হ'লে তার জীবন সঙ্কট হ'বে। হায়! আমার চক্ষু নাই, প্রিয় পুত্র বীরঅলঙ্কারে কিরূপ ভূষিত হ'য়েছে দেখ্‌তে পেলাম না!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মহেশ মন্দির।

(শিশুক্রোড়ে পৃথা)

পৃথা। * "প্রভুমীশমনীশমশেষ গুণম্
গুণহীন মহেশ বিষাভরণম্।
রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুম্
তনুনিন্দিত রাজিত কোটি বিধুম্।
বিধি বিষ্ণু শিবস্তুত পাদযুগম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

শশিলাঞ্ছিত রঞ্জিত সন্মুকুটম্
কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটম্।
সুর শৈবলিনী কৃত শেখরকম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

---

* প্রত্যেক তৃতীয় অক্ষরে যতি দিয়া পড়িতে হইবে।

নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখম্
মুখপদ্ম বিরাজিত কোটি বিধুম্।
বিধু খণ্ড বিমণ্ডিত ভাল তটম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

বৃষরাজ নিকেতনমাদি গুরুম্
গরলাসন রাজিবিষাণ ধরম্।
প্রমথাধিপ সেবকরঞ্জনকম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

মকরধ্বজ মত্ত গজেন্দ্র হরম্
করিচর্ম্ম বিনাশ বিশেষ করম্।
বরদাভয় শূল বিষাণ ধরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্প তরুম্॥

জগদুদ্ভব পালন নাশ করম্
কৃপয়ৈব পুনস্ত্রয় রূপ ধরম্।
প্রিয় মানব সাধুজনৈক গতিম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

ভব বন্ধ হরং ভয় শান্তি করম্
ভক্তোঽখিল দুঃখ বিনাশ পরম্।
করুণাকরমীশ্বরমেকগুরুম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥''

(কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

বাছা মোর কি হবে তোমার গতি হায় ?

(অজিৎসিংহের প্রবেশ)

অজি। পৃথা, কেন মোরে পাঠায়েছ ডাকি' হেথা ?
পৃথা। কহ মিত্রবর, হতভাগ্য পুত্র মোর
হ'য়েছে কি পিতৃহারা ?
অজি। করিব পালন,
আমি তারে পিতৃসম।
পৃথা। মাতৃহীন হবে
সে যে ত্বরা, জননী হইবে কেবা তার ?
সমর্ষি বিহনে, কতক্ষণ দেহে মম
রহিবে পরাণ ?
অজি। রাখিতে হইবে প্রাণ
সন্তানের তরে তব। সমর্ষির শেষ
অভিলাষ কহি শুন।
পৃথা। শেষ অভিলাষ ?
বল শীঘ্র বল।
অজি। আশীর্ব্বাদ জানায়েছে
তোমারে ও শিশুরে তোমার ; মোর করে
তোমা' দুজনার ভার করিল অর্পণ।
পৃথা। একি শূন্য কেন হেরি চারিদিক, ধরা
কেন পদতল হ'তে যেতেছে খসিয়া !
হায় নাথ ! কোন কথা না বলিতে যদি,
এ ছার সৌন্দর্য্য লোভ যদি না দেখাতে—
অজি। পৃথা, ঘৃণিত সন্দেহ কিবা দহিতেছে
হৃদি তব ? অকারণ কেন হেন ভাব ?

পৃথা। সন্দেহ কি? স্পষ্ট বুঝিয়াছি সমর্ষির
মৃত্যুর কারণ। মোরে পাইবার লোভে,
বিপদ সঙ্কুল স্থলে পাঠায়ে নাথেরে
মোর, দূরে তুমি নিশ্চিন্ত রহিলে।
সাধ্য থাকিলেও, বন্ধুপত্নী লভিবার
আশে, স্বেচ্ছায় না রক্ষিলে বন্ধুরে তব।

অজি। হায় ভগবান্, এ গঞ্জনা চেয়ে, মৃত্যু
কেন হ'লনা আমার! পৃথা, শেল কেন
বিঁধিলে হৃদয়ে? বিদ্ধ কর এই অসি
এ দগ্ধ হৃদয়ে।

(অসি প্রদান)

পৃথা। না, না, থাক বেঁচে। কিন্তু
জেনো মনে স্থির, যাঁর প্রণয় লাভের
তরে, করিলে হে মিত্রবধ, তোমারে
সে ভালবাসিবার আগে, জ্বলন্ত অনলে
করিবে প্রবেশ। তোমারে এ শিশু মোর
পিতৃশত্রু বলি' যদি নাহি করে জ্ঞান,
মাতা হ'য়ে স্তনদুগ্ধ পরিবর্ত্তে দিব
তারে হলাহল।

অজি। বন্ধু বলি', গণিবে কি
মোরে, পৃথা? তার বেশী অন্য অভিলাষ
নাহি কিছু মোর কভু, কহিনু নিশ্চয়।

পৃথা। চলে যাও আমার নিকট হ'তে, বন্ধু
কেহ নাহি মোর, মৃত্যুই আমার বন্ধু!

আয় বাছা, তোরে বুকে ল'য়ে, যাই মোরা
শক্রর শিবিরে, সমর্ষির প্রাণ ভিক্ষা
তরে। তোর এ পবিত্র, নিরমল মুখ
হেরি, কেহ নাহি রোধিবে মোদের, কেহ
নাহি করিবে অনিষ্ট কোন। তাদেরো ত
পুত্র পরিবার আছে? মানুষ বটে ত
তারা? পতিহারা, পাগলিনী পত্নী,
আর পিতৃহারা নির্দোষ শিশুর কিগো
কাতর ক্রন্দনে, গলিবে না তাহাদের
হিয়া? অবশ্য গলিবে। চল্ বাছা যাই
পিতারে আনিতে তোর, নাথেরে আমার।

(প্রস্থান)

অজি। (কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া)

পৃথা, অন্যায় এ তিরস্কার শেল সম
বাজে প্রাণে। অবিশ্বাস, অন্যায় সন্দেহ
মোর প্রতি? ছিছি এর চেয়ে শতগুণে
মৃত্যু ছিল ভাল। আপাততঃ দেখি কোথা
যায় পৃথা। রক্ষা তার প্রথম কর্ত্তব্য
এবে মোর, পরে তারে নির্দ্দোষিতা মম
করিব প্রমাণ। সমর্ষি জীবিত কি
মৃত, নাহি জানি এখনও।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রিণ্‌মলের শিবির।

(রিণ্‌মলের উত্তেজিত ভাবে ইতস্ততঃ পদচারণ)

রিণ্। চঞ্চলা সৌভাগ্যলক্ষ্মী, আমার পতন
যদি এতই গো অভিপ্রেত তব, পূর্ণ
তবে হ'ক তব মনস্কাম। কিন্তু এক
ভিক্ষা মাগি, প্রতিহিংসা সাধ মিটাইতে
পারি যেন সমর্ষিরে নাশি'।

(রমার প্রবেশ)

রিণ্। (চমকাইয়া) এ কি ! এ কি !
কে আসে হেথায় ? শান্তিভঙ্গ করিবারে
মোর, এ হেন সাহস কার ? প্রহরীরা
অবহেলা করিল কি আদেশ আমার ?

রমা। অবহেলা তোমার আদেশ, প্রহরীরা
করে নাই, আমি করিয়াছি অবহেলা
নিষেধ তা'দের। রমারে রোধিতে, শক্তি
কি তা'দের ? তাই দিল পথ ছাড়ি'।

রিণ্। কিবা
তব অভিলাষ ? অসময়ে কেন হেথা ?

রমা। ভাগ্য বিপর্য্যয়, বীরের হৃদয়, পারে
কি না টলাইতে দেখিবার অভিলাষ!
বীর-হৃদি তব, কেন হেরি উদ্বেলিত
ভাগ্য বিপর্য্যয়ে? এ নহে উচিত কভু।

রিণ্। তুমি কি দেখিতে চাও প্রফুল্ল অন্তর
মোর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর সহচরগণে
দুষ্ট সমর্ষির হস্তে বিনষ্ট হেরেও?

রমা। তা' নয়, পরাজয়ে হতাশ্বাস, বীরেরে
হেরিতে না চাই। যুদ্ধে অনিবার্য্য জয়
পরাজয়। কিন্তু তিমিরা রজনী শেষে
পুনঃ উষা দেয় দেখা। অতীতের স্মৃতি
কিম্বা ভবিষ্যৎ ভয়, হৃদি হ'তে দূর
করা উচিত বীরের।

রিণ্। নাহি কোন আশা
যতদিন রহিবে সে সমর্ষি জীবিত।

রমা। রিণ্মল্, নহে গো বীরত্ব, উদারতা
তব এবে পরীক্ষিতে অভিলাষ। বন্দী
এবে সমর্ষি তোমার!

রিণ্। সমর্ষি আমার
বন্দী? প্রত্যয় না হয়।

রমা। প্রত্যয় নাহিক
হয় রমার কথায়? শৃঙ্খল আবদ্ধ
বীরে, রাঠোর শিবিরে টানিয়া আনিতে
স্বচক্ষে হেরেছে রায়মল। নিজে আমি

আইনু হেথায় তোমারে সংবাদ দিতে।

রিন্। রমা, রমা, মৃতদেহে প্রাণ দিলে তুমি।
বৈরী মোর হস্তগত ? বিজেতা ত আমি
তবে? পরাজয় নহে পরাজয়! এবে
পূর্ণ হ'বে মনস্কাম। প্রহরী! প্রহরী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। কি আদেশ প্রভো! তব, কহ এ দাসেরে।

রিণ্। বিশ্বাসঘাতক বন্দী সমর্ষিরে, শীঘ্র
হেথা কর আনয়ন।

(প্রহরীর প্রস্থান)

রমা। কি হ'বে অদৃষ্টে
তা'র? কিবা শাস্তি দিতে অভিলাষ তা'রে?

রিণ্। মৃত্যু, মৃত্যু, কঠোর যন্ত্রণাময় মৃত্যু!
তবে ত মিটিবে মম প্রতিহিংসা সাধ।

রমা। ছিছি শুনে লজ্জা হয়। বীরোচিত এই
কি গো? শত্রুরা কহিবে, সমর্ষিরে হত্যা
বিনা যুদ্ধে জিনিবার শক্তি তব নাই।

রিণ্। যা' বলে বলুক, সমর্ষির ফুরা'য়েছে
পরমায়ু।

রমা। মিটাও বাসনা তব। কিন্তু
জেনো মনে স্থির, ক্রূর ভাবে, নীচভাবে
কর যদি একবিন্দু রক্তপাত বীর
সমর্ষির, জনমের মত তবে মোরে
হারাইবে।

রিণ্। অজ্ঞাত শত্রুর প্রতি এত
অনুরাগ কি হেতু রমার? সমর্ষির
মৃত্যু হ'লে রমার কি ক্ষতি তাহে শুনি?

রমা। কিছু নয়, কিন্তু তব যশঃ মোর সব।
তোমার যে যশঃ কথা শুনি', হ'য়ে ছিনু
কুলের বাহির, সে সুযশ লুপ্ত হ'লে
রমার হৃদয় হ'তে ভক্তি, প্রেম
হইবে বিলুপ্ত। রমার হৃদয় নহে
অবিদিত তব।

রিণ্। আমারো হৃদয় তব
নহে অবিদিত। জান তুমি ভাল রূপে,
ঘৃণাচক্ষে হেরি যা'রে একবার, নাহি
কভু নিস্তার তাহার।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ সমর্ষির সহ প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ।)

এস এস এস
পুরাতন শিষ্য মোর। বহুদিন পরে
হ'ল দেখা। বিস্ময় হ'তেছে মম, এত
যুদ্ধ শ্রম, এত চিন্তা সত্ত্বে নির্ব্বিকার
হেরিয়া তোমায়। কহ মোরে কেমনে হে
পাইলে এ ভাব?

সম। উপকার তাহে নাহি
হইবে তোমার কিছু। জেনো, যুদ্ধ শ্রম
ক্লেশ আদি যতই হউক না কেন
শান্তি সদা বিরাজিছে হেথা। (বক্ষ দেখাইয়া)

রিণ্। সাবধান্
দর্পিত বালক !
রমা। দিয়াছে সে উপযুক্ত
প্রত্যুত্তর। কেন অভাগা জনের সনে
অলস কৌতুক ?
রিণ্। শুনিলাম বিবাহিত
তুমি। সুদর্শন পুত্রও লভেছ এক।
আশা করি পিতৃ মাতৃ গুণ লভিয়াছে
সব তব শিশু।
সম। আশা করি পিতা তা'র
প্রতারণা, অত্যাচার, আন্তরিক করে
যথা ঘৃণা, সেও লভিয়াছে সেই ঘৃণা।
আশা করি, মাতার তাহার, ধার্ম্মিকতা,
ধীরতা, নম্রতা লভিয়াছে পুত্র মোর !
রিণ্। বটে ? দুঃখ হয় হেন শিশু পরিণাম
স্মরি', কল্যপ্রাতে হইবে সে পিতৃহীন।
সমর্ষি, আজিকার নিশাশেষে হইবে
তোমার জীবনের অবসান।
রমা। কখনো
হবেনা ! বীর ধর্ম্ম ভুলিছ কি হেতু ?
রিণ্। যাও হেথা হ'তে, ভয় নাই ক্রোধে মোর ?
রমা। কখনো যাবনা। তুচ্ছ করি' ক্রোধ তব।
সম। কোমল-হৃদয়া উদার-প্রকৃতি দেবি,
অরণ্যে রোদন হ'বে তোমার প্রার্থনা।

ব্যাঘ্রের করাল মুখ হ'তে উদ্ধারিতে
শিকার তাহার, বৃথা গো প্রয়াস কেন
তব? বীরহৃদি মৃত্যু নাহি ডরে কভু।

রিণ্। ধৃষ্ট, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশ বিদ্রোহী—

সম। মিথ্যা কথা।

রিণ্। স্বদেশ বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ
অবলম্বি' যুদ্ধ যেবা করে, নহে কি সে
নরাধম, নীচাশয়, বিশ্বাসঘাতক?

সম। নরাধম সত্য আমি, নহি নীচাশয়,
নহি কভু বিশ্বাস ঘাতক। স্বদেশীয়-
গণে, করিনু মিনতি কত পরিত্যাগ
করিবারে অন্যায় সমর। জলাঞ্জলি
দিয়া ধর্ম্মে, অধর্ম্মেরে করিল আশ্রয়
তা'রা। তাই ত্যাগ করিলাম অধার্ম্মিক
স্বদেশীয়গণে। আপন বিবেকে দলি'
অধর্ম্মের পক্ষ যেবা লয়, আপনার
কাছে, ঈশ্বরের কাছে, বিশ্বাসঘাতক
হয় সেই। আমি নহি বিশ্বাস ঘাতক!

রম্যা। সাধু সাধু! ধর্ম্মহীন স্বদেশীয়গণ-
চেয়ে, ধর্ম্ম গরীয়ান্। বিশ্বাসঘাতক
সেই ত প্রকৃত, ধর্ম্ম যেবা অবহেলা
করি' অধর্ম্ম আশ্রয় করে, নহে সেই,
ধর্ম্মে যেবা প্রাণপণ করে সহায়তা।

রিণ্। ধার্ম্মিক সমর্ষি, তোমার ধর্ম্মের শীঘ্র

পাবে পুরস্কার। দারুণ যন্ত্রণাময়
মৃত্যু ইহলোকে, পরলোকে নাহি জানি
কিবা শাস্তি স্বদেশ শত্রুর তরে আছে
যে নির্দ্দিষ্ট। বুঝি অনন্ত নরক।

রমা। রিণ্‌মল্‌, উদারতা বীরের লক্ষণ,
নহে নৃশংসতা। সমর্ষিরে স্বদেশের
শত্রু কেন কহ বার বার? তোমারই সে
শত্রু শুধু। মুক্তি দিয়া তা'রে, উদারতা
করহ প্রকাশ। নহে অসি দিয়ে হাতে
তা'র, প্রকৃত বীরের মত দ্বন্দ্বযুদ্ধে
হওগো প্রবৃত্ত। বীর তুমি, কেন তবে
ভোল বীর আচরণ? দেখাও মহত্ব।

রিণ্। চুপ কর বিশ্বাসঘাতিনি! অযাচিত
উপদেশ কে চাহিছে তব? কে আছিস্‌
হোথা, লয়ে যা' বন্দীরে, কল্যপ্রাতে মৃত্যু
তা'র সুনিশ্চয়। অটল প্রতিজ্ঞা মম।

(প্রহরীর প্রবেশ)

সম। ধন্যবাদ দিতেছি তোমায়, শীঘ্র মোর
নিধন আদেশ তরে। বিলম্ব যে কর
নাই, দয়া বলি' গণ্য করি তাহা। দেবি,
নাহি জানি হায়! কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা
করিব প্রকাশ তব কা'ছে, মোর প্রতি
দয়া প্রকাশের তরে। এই কলুষিত
স্থান যোগ্য নহে তব। আহা পৃথা যদি

মোর, শোনে তব মমতার কথা, দেবী
বলি' পূজিবে তোমায় তবে।

রিণ্। ভাল তবে
রমাই লইয়া যাবে মৃত্যু বার্ত্তা তব,
পতিসোহাগিনী সেই পৃথার নিকট।

সম। নির্ম্মম নিষ্ঠুর, পৃথার কুসুম হৃদে
হানিওনা নিদারুণ শেল, বিচলিত
ক'রো না আমারে এ অন্তিম কালে। মরি
তাহে ক্ষতি নাই—পৃথা মোর সুখে যেন
থাকে।

(সমর্ষিকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান)

রমা। ছিছি লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় হেরি'
তব নৃশংসতা।

রিণ্। শত্রু প্রতি কেন এত
মমতা রমার? শত্রু সে আমার, এবে
আমারি আয়ত্তে। শাস্তি তবে কেন নাহি
দিব সমুচিত? নাহি দোষ শত্রুবধে।

রমা। তোমারি আয়ত্তে বলি' শত্রু সে এখন
নহে আর। রিণ্মল, করিগো মিনতি,
শুভ্রযশঃ তব করিও না কলঙ্কিত।
জানত আমারে? নাহি চাহি সাধারণ
রমণীর মত, গৃহকার্য্যে তুষ্ট হ'য়ে
অলস সন্তানগণ সহ, মিছামিছি
অলস কথায়, কাটাতে জীবন। নহি

তাহাদের মত, অজ্ঞাত পতির তুচ্ছ,
অবসর মত প্রেম তরে পাগলিনী।
আমি চাই বীর হ'বে পতি মোর, যশঃ
তাঁ'র ঘোষিবে জগৎ। যশের কাহিনী
তাঁ'র দিবারাত্র পশিবে শ্রবণে, সুধা-
ময় গীতি সম। শুনিয়া সে গীতি হ'বে
হৃদি উথলিত ; হেরি' তাঁ'রে হ'ব
আত্মহারা ভক্তি ও প্রণয়ভরে। তাই
বলি যে আদর্শ স্থাপিয়াছি হৃদে, হৃদি
সহ করিওনা চুরমার তাহা।

রিণ্। নাহি
অপযশ কিছু শত্রুর নিপাতে। বৃথা
চেষ্টা কেন ? অটল প্রতিজ্ঞা মম। যাও
এবে হেথা হ'তে।

রমা। রিণ্মল্, তুমি মোরে
ভাল নাহি বাস আর।

রিণ্। রমা কি আমারে
বাসে ভাল ? সমর্ষির প্রতি হয় নাই
আকৃষ্ট কি হৃদয় তাহার এবে ? বুঝি
না কি কিছু আমি ? এত কি অবোধ, অন্ধ ?

রমা। ছিছি রিণ্মল, ব'লনা ও কথা। নহি
কভু বিশ্বাসঘাতিনী তব কাছে। বীর
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, রীতি মোর, নহে
উহা প্রেম। মনে নাই, সেবার সমরে

সৈনিকের বেশে, পশি' রণস্থলে, বুক
পাতি শত্রু বর্ষা উপেক্ষিয়া কে রক্ষিল
তব প্রাণ? মনে নাই তোমা' তরে কুল
ত্যজি আসিয়াছি তুচ্ছ করি' লাজ মান?

রিণ্। প্রেমে তুমি রমণীকুলের আদর্শই
ছিলে এককালে। যুদ্ধে, সৈনিকের
আদর্শও ছিলে সত্য। প্রাণ রক্ষা মম
করেছিলে তুমি, তা'ও ভুলি নাই! তাই
রমা এখনো রয়েছে হৃদি অধিকার
করি'।

রমা। তাই যদি সত্য হয় ভিক্ষা মোর
অগ্রাহ্য করিছ কেন? সমর্ষির প্রাণ
রক্ষা করি' বাড়াইয়ে আপন গৌরব
কেন নাহি রমারে করিছ সুখী?

রিণ্। যত
তুমি দেখাবে আগ্রহ তা'র তরে, তত
আরো দৃঢ়তর হইবে প্রতিজ্ঞা মোর।

রমা। কল্য প্রাতে সমর্ষির মৃত্যু সুনিশ্চয়
তবে?

রিণ্। সুনিশ্চয়, না হ'বে অন্যথা কভু।

রমা। রমারে হারাও যদি তাহে?

রিণ্। তবু জেনো
সুনিশ্চয়, নড়িবেনা প্রতিজ্ঞা আমার।

রমা। তাই হ'ক তবে। কিন্তু শোন রিণ্মল,

প্রতারিত হ'য়েছিল রমা, দেব বলি'
দানবেরে আদর্শ মানিয়াছিল। এবে
সে আদর্শ, হৃদিসহ হইয়াছে শত
চুরমার। স্বেচ্ছায় ত্যজিলে তুমি মোরে,
অনায়াসে অবহেলা করিলে আমায়।
অনুতাপ হইবে করিতে এর তরে।
হায় বুঝিলে না মহৎ উদ্দেশ্য মোর।

রিণ। ভাল, শুনিলাম তব কথা, অনুতাপ
করা যা'বে। বুঝিয়াছি মহৎ উদ্দেশ্য
তব। কিন্তু দুঃখ হয়, ঊষা সমাগমে
নব প্রণয়ীর তব হইবে নিধন!
নবীন সমর্ষি আহা! নবীন প্রণয়!
তা'র প্রাণরক্ষারূপ মহৎ উদ্দেশ্য
হ'লনা সাধন। অতৃপ্ত রহিল আহা
সাধের বাসনা! নিরাশা হইল সার!

(প্রস্থান।)

রমা। এই উপেক্ষা ও উপহাসে দূরে গেল
যা' কিছু মমতা ছিল। যে সূক্ষ্ম বন্ধন
এতক্ষণ রেখেছিলে বাঁধি দুজনায়,
ছিন্ন হ'ল এবে তাহা। শুধু প্রতিশোধ
জাগে এবে হৃদে। রিণ্‌মল জান তুমি
কিরূপ বাসিত ভাল রমা যে তোমায়;
এবে দলিতা নারীর তীব্র প্রতিহিংসা
কিরূপ ভীষণ জানিবে অচিরে তাহা।

গীত।

ভুলিলাম যার লাগি' কুল শীল মান।
ভুলেছে সে ভালবাসা সকলি এখন॥
ভুলিবে না আজীবন, কহিত যে অনুক্ষণ
অনায়াসে কাটিল সে প্রেমেরি বন্ধন॥
চাহেনা আমারে আর, আঁখিশূল এবে তা'র
(আগে) প্রাণ দিয়া তুষিতে যে করিত যতন॥
অবলা মজায়ে ছলে, পায়ে ঠেলে গেল চলে'
প্রাণে ব্যথা দিল যে গো পাবে সে বেদন॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

(কারাগার মধ্যে সমর্ষি ও বাহিরে একজন প্রহরীর পদচারণ)

সম। আজি নিশা অবসানে ভবলীলা মম
হবে অবসান। জীবনের যবনিকা
যৌবনেই হইবে পতিত, না মিটিতে
সব সাধ। হ'ক ক্ষতি কিবা তায়? নহে
নর দীর্ঘজীবি কিম্বা অল্পজীবি কভু
বর্ষ গণনায়। সুকৃতি যাহার যত
অল্পজীবি হ'লেও সে দীর্ঘজীবি। তবে

কেন বৃথা করি খেদ ? করি নাই হেন
কর্ম্ম কোন, লজ্জিত হইতে হয় যা'তে।
ধার্ম্মিক জীবন কাটায়েছে যেই জন
সেই দীর্ঘজীবি। অধার্ম্মিক বৃদ্ধ যদি
হয়, তবুও সে অল্পজীবি।

(একজন সৈনিকের প্রবেশ, প্রহরীকে আদেশপত্র দেখান ও প্রহরীর প্রস্থান)

সম। কি হেতু
হে আগমন তব ? হয়েছে কি সময়
আমার ?

সৈ। আমি আপনার জন্য কিছু খাদ্য রাখিতে আসিয়াছি।

সম। খাদ্য ? কি হেতু ? কাহার আদেশে ?

সৈ। রমাদেবীর আদেশে।

সম। কৃতজ্ঞতা মোর জানাইও তাঁরে। খাদ্যে
মোর নাহি প্রয়োজন, লয়ে যাও নিজ
তরে তুমি।

সৈ। আমি আপনার অধীনে এক সময়ে কায করেছি, আপনার এই দশা দেখে আমার বড় দুঃখ হতেছে, কিন্তু কি করি উপায় নাই!

(প্রস্থান)

সম। (বাহিরের দিকে চাহিয়া)
আর নিশি নাই। সূর্য্যের প্রথম রশ্মি
হ'লে প্রকাশিত, ফুরাইবে জীবলীলা
মোর। হে মহেশ অন্তিম প্রার্থনা
এই তব পদে, পৃথা আর অজ্ঞান সে শিশু

মোর সুখে থাকে যেন। নির্ম্মল হৃদয়
যেন রহে চিরদিন। পবিত্র হৃদয়
অমূল্য রতন ভবে, তুচ্ছ অপদার্থ
তার কাছে অন্য সব। সে অমূল্য রত্ন
হ'তে বঞ্চিত হবার আগে মৃত্যু যেন
হয় তাহাদের। প্রভো, দাও মোর হৃদে
বল; কেন আঁখি করে ছল ছল? কেন
মমতা আসিয়ে মোরে করিছে চঞ্চল?
হয় জ্ঞান হর প্রভো, ভুলে যাই, ভুলে
যাই সুখস্বপ্নময় অতীতের কথা!
ভুলে যাই আহা প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী
পৃথারে আমার! আহা পৃথা, পৃথা, পৃথা—
পারিব না ভুলিতে তোমায়। বৃথা চেষ্টা—
অসম্ভব কথা! জ্ঞান যদি নাহি হর,
হে মহেশ দাও শান্তি, দৃঢ়তা হৃদয়ে
শত্রু যেন নাহি হাসে হেরে বিচলিত
মোরে। হৃদয় শাসন নাহি মানে যদি,
মনের শাসনে করি প্রাণের মমতা
জয়। এস প্রভু হও গো সহায় মোর!

(কারাগারের অভ্যন্তরস্থ গহ্বরে প্রবেশ)

(প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ।)

প্রহরী। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এদিকে কে আসে, কে তুমি শীঘ্র বল?

(নেপথ্যে) তোমার বন্দীর কুলপুরোহিত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

(পুরোহিত বেশে অজিতসিংহের প্রবেশ)

পু। সমর্ষি এই কারাগারে আছে না?

প্র। আছে।

পু। আমি তাকে দুটো কথা বল্‌বো।

প্র। তা হবে না।

পু। সে আমার শিষ্য।

প্র। পুত্র হলেও নয়।

পু। তার প্রতি কি হুকুম হ'য়েছে?

প্র। সূর্য্যোদয়ে মৃত্যু।

পু। বটে তবে ত ঠিক্ সময়ে এসেছি।

প্র। হাঁ তার মৃত্যু দেখ্‌বার ঠিক্ সময়ে বটে।

পু। প্রহরি, তার সঙ্গে দুটো কথা কইতে দাও।

প্র। হুকুম নেই।

পু। এক মুহূর্ত্তের জন্য যেতে দাও, তোমায় অনুনয় করিতেছি।

প্র। ঠাকুর বৃথা অনুনয়, বল্‌ছি হুকুম নাই।

পু। এইমাত্র যে একজন লোক এখান থেকে বেরিয়ে গেল?

প্র। তার কাছে যাঁর আদেশপত্র ছিল তাঁর আদেশ পালন কর্‌তে আমরা বাধ্য।

পু। (মুক্তার মালা দেখাইয়া) দেখ প্রহরী, এ বহুমূল্য মুক্তার মালা আমি তোমায় দিতেছি, ইহাতে

তোমার দু তিন পুরুষ স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবে। আমায় শুধু একটিবার সমর্ষির কাছে যেতে দাও।

প্র। দেখ ঠাকুর, শীঘ্র এখান থেকে চলে যাও, তুমি কি অর্থলোভ দেখিয়ে আমায় কর্ত্তব্যের পথ থেকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও? আমি আমার কর্ত্তব্য জানি, অর্থের প্রত্যাশী নহি।

পু। প্রহরী দেখ্‌ছি তুমি সাধারণ মনুষ্য নও, তোমার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে। আমি তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছি, নয়ত পুরোহিত হলেও আমার বাহুতে কিছু বল আছে, তোমার মত দুচার জনকে আমি অনায়াসে শমন সদনে পাঠাতে পারতেম, আমার অভীষ্টও সিদ্ধ হ'ত। কিন্তু তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়েছি। আচ্ছা প্রহরী, তোমার স্ত্রী আছে?

প্র। আছে।

পু। সন্তানাদি আছে?

প্র। চারিটি সচ্চরিত্র সুশীল পুত্র।

পু। তাদের কোথায় রেখে এসেছ?

প্র। আমার নিজগ্রামে।

পু। আচ্ছা তুমি কি তাদের ভালবাস?

প্র। ভগবান্ জানেন আমি তাদের কত ভালবাসি।

পু। আচ্ছা যদি এই দূরদেশে তোমার প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তোমার শেষ অভিলাষ কি হইবে?

প্র। আমার কোনও বন্ধু দ্বারা আমার স্ত্রীপুত্রদের আশীর্ব্বাদ জানাইয়া পাঠান।

পু। কিন্তু যদি তোমার সেই বন্ধু তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমার কারাগারের দ্বারে আসে অথচ তাহাকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া না হয়, তা হ'লে তোমার মনের ভাব কিরূপ হয়?

প্র। বড়ই কষ্টকর।

পু। বেশ কথা। সমর্ষিরও স্ত্রীপুত্র আছে, আমি সমর্ষির শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই আসিয়াছি। তবে কেন প্রহরী আমায় বাধা দিতেছ?

প্র। আর বাধা দিব না, যাও সাক্ষাৎ করগে।

(প্রস্থান)

পু।
শুধু মনুষ্যত্ব নহে হৃদয়ও আছে
প্রহরীর। কর্ত্তব্যের তরে অনায়াসে
বহু অর্থলোভ করিল সে ত্যাগ। হেন
কর্ত্তব্যের জ্ঞান আছে কজনার? নহে
অর্থলোভে, মমতায় গলিল তাহার
হিয়া অবশেষে। সামান্য প্রহরী বটে,
কিন্তু সে অনেক শ্রেষ্ঠ কত রাজ্যেশ্বর
মহারাজ চেয়ে। সামান্য মানবে কত
রহিয়াছে দেবের প্রকৃতি অবিদিত
ভাবে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কাছে, ক্ষুদ্র যারে
গণে নর, হয় ত সে অতীব মহান্;

মহান্ বলিয়া গর্ব্ব আছে যাহাদের,
হয়ত বা তাহারাই অতি ক্ষুদ্র নীচ।
সমর্ষি, সমর্ষি, আছ কি নিদ্রিত? উঠ
শীঘ্র করি।

(সমর্ষির বাহিরে আগমন)

সম। হ'য়েছে কি নিশা শেষ? ভাল
আমিও প্রস্তুত আছি।

পু। সমর্ষি চিনিছ
না মোরে?

সম। কে তুমি?

পু। তব সুহৃৎ অজিৎ।

সম। অজিৎ? প্রিয়সখা মোর? কেমনে এলে
গো হেথা? স্বপ্নসম হয় যে প্রত্যয়?

অজি। কহিবার নাহিক সময়, ক্ষণমাত্র
বিলম্ব ক'রোনা, মম ছদ্মবেশ ধরি
পলাও সত্বর।

সম। আর তুমি?

অজি। রব আমি
তব স্থানে।

সম। মরিবে আমার তরে? কভু
নাহি যাব আমি।

অজি। সখা মরিব না আমি।
রিণ্‌মলের অভিলাষ তোমারে করিতে
বধ। মোরে নাহি বধিবে সে। মুক্তিলভি

উদ্ধারিতে পারিবে আমারে তুমি। যদি
তাহা নাহি হয় ক্ষতি কিবা তাহে ? শুষ্ক
তরু সম জীবন আমার। মোর তরে
কেহ নাহি কাঁদিবার। আছে তব পুত্র
পরিবার। পলাও সমর্ষি, নহে নিজ
তরে, পৃথা আর পুত্রে তব রক্ষিবারে
কর শীঘ্র পলায়ন।

সম। ব'ল না এ হেন
কথা সখা। আছি হে প্রস্তুত মরিবারে
পরম শান্তিতে।

অজি। শান্তিতে মরিতে চাও
পৃথারে পাগল ক'রে ? উন্মাদিনী পৃথা
তোমা বিনা কভু না বাঁচিবে। যে অবস্থা
তার আসিয়াছি হেরি, তোমারে না পেলে
অনিবার্য্য মৃত্যু তার।

সম। হা ঈশ্বর ! পৃথা
প্রাণেশ্বরী মোর !

অজি। সখা, শুন মোর কথা,
এখনো সময় আছে, যাও চলি তুমি।
একান্ত যদি না যাও, জেনো মনে স্থির
আমিও যাবনা হেথা হ'তে, প্রাণ দিব
তব পাশে থাকি। কিন্তু তাহে পৃথা তব,
পুত্র তব রক্ষা না পাইবে, থাকে যেন
মনে।

সম। সখা পাগল কি করিবে আমারে
এ অন্তিম কালে।

অজি। পাগলিনী হ'য়েছে যে
পৃথা। তাই বলি যাও, এখনও যাও।
মুহূর্ত্তেক বিলম্বেতে ব্যর্থ হবে সব।
ওই হের উদিতেছে ঊষা, শীঘ্র যাও
ভেবোনা আমার তরে। রিণ্‌মল্ কাছে
সন্ধির প্রস্তাব করি লভিব সময়।
সৈন্যগণ লয়ে রাত্রে আসি উদ্ধারিও
মোরে। যাও এবে, শীঘ্র যাও। ওই শোন,
যেন উন্মাদিনী পৃথা, কাতর স্বরেতে
ডাকিছে তোমারে, যাও, যাও, শীঘ্র যাও,
শীঘ্র যাও।

সম। কোন প্রাণে তোমা হেন বন্ধু-
বরে বিপদে ফেলিয়া, আপনার প্রাণ
বাঁচাইয়া অধর্ম্ম সঞ্চিব বল সখা?

অজি। অজিৎ কি কভু, সুহৃদে তাহার, হেন
উপদেশ করিয়াছে দান, যাতে হয়
অধর্ম্ম সঞ্চয়?

সম। সখা, মুক্তিদাতা মোর
শুনিব তোমার কথা।

(অজিৎকে আলিঙ্গন ও বেশ পরিবর্ত্তন)

অজি। যাও সাবধানে
দেখো যেন শৃঙ্খলের শব্দ নাহি হয়।

করুন তোমারে রক্ষা দেব মহেশ্বর।

সম। আজি রাত্রে পুনঃ দেখা হ'বে, হয় তোমা'
উদ্ধারিব, নয় মরিব তোমার সহ।
বিদায় এক্ষণে সখা!

(প্রস্থান)

অজি। বিদায়! জন্মের
মত! হায় সমর্ষি ভেবেছে, উদ্ধারিবে
রাত্রে মোরে। এ জনমে কভু করি নাই
প্রতারণা কারে, আজি বাধ্য হ'য়ে হায়!
বন্ধুর নিকটে করিতে হইল এই
প্রথম ও শেষ প্রতারণা। সমর্ষি
ভেবেছে, পুনঃ হবে সাক্ষাৎ মোদের
আজি নিশা কালে। হবে বটে সাক্ষাৎ
আবার ঐ পূণ্যধামে, নহে এ জগতে।
নাহি রাত্রি আর প্রভাত আগত প্রায়!
আহা কত না হইবে সুখী সমর্ষিরে
হেরি পৃথা? স্ত্রীপুত্র বদন পুনঃ চুমি'
সমর্ষিও কত না হইবে সুখী? পৃথা,
অন্যায় গঞ্জনা যে গো দিয়াছ আমারে
বুঝিবে ত্বরায়।

(ভিতরে গমন)

(রমার প্রবেশ)

রমা। সমর্ষিরে মুক্তি দিব
আমি। রিণ্মল্ কি করে আমার দেখি।

উন্মাদিনী পত্নী আর অসহায় শিশু
কতনা সহিছে আহা! সমর্ষি ?

(অজিতের বাহিরে আগমন)

কে তুমি ?

সমর্ষি কোথায় ?

অজি। সমর্ষি মুক্ত।

রমা। মুক্ত ? কে
করিল মুক্ত তারে ?

অজি। হাঁ মুক্ত। কিন্তু জেনো,
রোধিতে তাহায় দিবনা কাহারে। ক্ষমা
কর পরুষতা যতই বিলম্ব হয় (রমার হস্ত ধারণ)
পশ্চাৎ ধাবনে তার, ততই মঙ্গল।

রমা। ডাকি যদি প্রহরীরে ?

অজি। তাতেও হইবে
কালক্ষয়।

রমা। (ছোরা দেখাইয়া) যদি এই ছোরা বিদ্ধ করি
হৃদে তব ?

অজি। তথাপি অন্তিম অবধি
প্রাণপণে রাখিব তোমারে ধরি।

রমা। মুক্ত
কর হস্ত, করিতেছি অঙ্গীকার, কভু
না ডাকিব প্রহরীরে। সমর্ষিরে ধৃত
করিবার তরে চেষ্টা না করিব কোন।

অজি। ছাড়িলাম হস্ত তব, অপ্রত্যয় নাহি

হয় কথায় তোমার। তেজোময়
জ্যোতির্ম্ময় তব আঁখিদ্বয় প্রদানিছে
পরিচয় মহৎ হৃদির।

(হস্ত মুক্ত করণ)

রমা। কিবা নাম
তব কহ সত্য করি। আমার আদেশে
প্রহরী গিয়াছে চলি'।

অজি। অজিৎ আমার
নাম।

রমা। (চমকিতা হইয়া) চৌহানের সেনাপতি অজিৎসিং?

অজি। কালি বটে ছিনু সেনাপতি, আজি হেথা
বন্দী মাত্র।

রমা। সমর্ষির প্রাণরক্ষা তরে,
নিজপ্রাণ তুচ্ছ করি আসিলে হেথায়?

অজি। সমর্ষি সুহৃৎ মোর, কিন্তু শুধু তার
প্রাণরক্ষা তরে নয়—

রমা। বুঝেছি, পৃথারে
বাঁচাতে।

অজি। কি আশ্চর্য্য! জানিলে কিরূপে?

রমা। জানি আমি সব; শুন বীরবর তবে।
এসেছিনু আমিও হেথায়, সমর্ষিরে
মুক্ত করিবারে—

অজি। সে কি? এ হেন সাহস,
এত কোমলতা, পৃথা ছাড়া সম্ভব

কি অন্য রমণীতে ? বিশেষতঃ শত্রুর
ভিতরে ? হইলাম বড়ই বিস্মিত !

রমা। কেন বীরবর, পৃথা ভিন্ন কিগো অন্য
রমণীর নাহিক হৃদয় ? বীরত্বের
পক্ষপাতী নাহিক কেহ কি আর ? শত্রু
হ'ক, মিত্র হ'ক, বীরের সম্মান রমা
জানে ভালরূপে বালিকা বয়স হ'তে।
অত্যাচারী শত্রুহস্ত হ'তে মুক্তি যদি
দিই গো তোমায়, যুদ্ধ পরিবর্ত্তে শান্তি
যদি পারি গো স্থাপিতে, তবুও পৃথার
যোগ্যা বলি', না করিবে জ্ঞান কি গো
মোরে ?

অজি। বিচার তাহার করিতে না পারি
হেন গুরুতর কার্য্য সাধিবার শক্তি
না জানিলে।

রমা। লহ এই ছোরা।

অজি। তার পর ?

রমা। তার পর এস মোর সাথে, যথা নিদ্রা
যায় রিণ্‌মল।

অজি। রিণ্‌মল অনিষ্ট কি
করেছে তোমার কোন ?

রমা। দারুণ অনিষ্ট,
অপমান অবহেলা !

অজি। তুমি কি বলিতে

চাও হত্যা করিবারে নিদ্রিত শত্রুরে ?

রমা। শৃঙ্খল আবদ্ধ সমর্ষিরে, উদ্যত কি
হয় নাই বধিবারে রিণ্‌মল্‌ ? বদ্ধ
আর নিদ্রিত যে, তুল্য অসহায় নহে
কি উভয়ে ? শুন বীরবর, ধরিয়াছি
মহাব্রত হৃদে ধর্ম্মের সাহায্য করি-
বারে, অধর্ম্মেরে ত্যজি।

অজি। অসৎ উপায়ে
সৎকর্ম্ম সাধন নাহি হয়। উদ্দেশ্য
মহৎ তব নাহিক সন্দেহ, সাধন
উপায় কিন্তু যোগ্য নহে প্রশংসার।

রমা। (ছোরা কাড়িয়া লইয়া)
এত যদি ধর্ম্ম ভয় তব, নিজহস্তে
সাধিব সে কাজ হৃদয় কুণ্ঠিত যাহে।
কর্ত্তব্য ও প্রতিহিংসা সাধনের তরে
ভগ্ন হৃদয়ের স্নেহ, কোমলতা করি
দূর, করুণারূপিণী রমণীর ধর্ম্ম
ভুলি', কুলিশ-কঠোর করিব এ হিয়া।

অজি। মৃত্যু তাহে স্থির তব। দিল্লির মঙ্গল
তরে ত্যজিবে পরাণ ? দেহ ছোরা মোরে।

রমা। এস তবে মোর সাথে। কিন্তু নাহি অন্য
গতি, প্রহরীরে হইবে বধিতে আগে।

অজি। আমা হ'তে হেন কার্য্য হবেনা কখন।
লহ ছোরা ফিরাইয়া।

রমা। বুঝিতে না পারি
অর্থ এর। কহ শুনি কেন এ মমতা।
অজি। শুন বলি, প্রহরীর মনুষ্যত্ব আছে।
সকল মানবরূপী নহে ত মানব,
পশুর অধম কেহ, দেবোপম কেহ
পুনঃ। বাক্‌শক্তিযুক্ত দ্বিপদ হ'লেই
মনুষ্যের পদবাচ্য নাহি হয় নর।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে করিল উপেক্ষা,
বহুমূল্য উৎকোচ প্রহরী, শেষে
হৃদয়ের কোমলতা তার বশীভূত
করিল তাহারে। স্বদেশের মঙ্গলের
তরেও আমার, তার কোন অপকার
করিব না জেনো স্থির।
রমা। ভাল, তবে সাথে
লব তারে। কোন অমঙ্গল তার দিব
না ঘটিতে, চিন্তা নাহি কোন। মহত্বের
পুরস্কার পাবে সে নিশ্চয়। চল এবে
পাপীর সে প্রায়শ্চিত্ত তরে। শত্রু তব
করিয়ে নিপাত চৌহান রাঠোরে সন্ধি
করহ স্থাপন, বন্ধ হ'ক রক্তপাত।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রিণ্‌মলের শিবির।

(রিণ্‌মল দুশ্চিন্তা ও অশান্তিপূর্ণ নিদ্রায় অভিভূত)

রিণ্। (নিদ্রিত অবস্থায়)

নাহি দয়া ; বিশ্বাস হন্তার হৃদে বিদ্ধ
কর তীক্ষ্ণ অসি। সরিয়া দাঁড়াও সবে
দেখি অঙ্গে রক্তস্রোত তার। হাঃ হাঃ হাঃ হা

(অজিৎসিংহ ও রমার প্রবেশ)

রমা। ওই দেখ নিদ্রা যায় অত্যাচারী পাপী।
ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'রোনা, এই নিদ্রা
চির নিদ্রা হ'ক, জাগিতে না হয় যেন।

অজি। চলে যাও হেথা হ'তে তুমি। রক্তপাত
কোমল পরাণা রমণীর দর্শনীয়
নহে।

রমা। ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে—

অজি। যাও তুমি
আপন শিবিরে ; ফিরে হেথা আসিওনা।
লিপ্ত তুমি এই কাযে কেহ যেন নাহি
জানে।

(রমার প্রস্থান)

অজি। স্বদেশের শত্রু এবে হস্তগত
মোর ! কি আশ্চর্য্য ! হেন শান্তিসুখে হেন
ব্যক্তি নিদ্রা যেতে পারে, নাহি ছিল জ্ঞান।

রিণ্। (নিদ্রিত অবস্থায়)
দূর হও দূর হও সবে, হেন ভাবে
কেন মোর ছিন্ন কর হৃদি ? ও হো হো হো !

অজি। ভ্রম হ'য়ে ছিল মোর। শান্তি কোথা হায়
এ হেন জীবের। শান্তি প্রদায়িনী নিদ্রা
অশান্তি ঢালিছে শুধু অপরাধী হৃদে।
করতল গত অরি। একটি আঘাতে
পারি তার জীবলীলা করিবারে শেষ !
কিন্তু করিব না তাহা, হস্ত আর হৃদি
মোর, উভয়েই ঘৃণা করে হেন হেয়
কায। অজিৎসিং গুপ্তহন্তা নহে কভু।
কিন্তু রমারেও বাঁচাতে হইবে মোরে।
(রিণ্মলের শয্যা পার্শ্বে গিয়া)
রিণ্মল্ ?

রিণ্। (ভয়ে ও চমকিত ভাবে শয্যাত্যাগ করত)
কে তুমি ? প্রহরী প্রহরী ?

অজি। চুপ্, ডেকোনা প্রহরী, জাগাইলে সবে
তব সাহায্যের তরে, কাহারো হেথায়
আসিবার আগে, মৃত্যু তব সুনিশ্চিত।

রিণ্। কে তুমি, অভিপ্রায় কিবা তব ? (স্বগত) কি হল
আমার অসি, কেন রাখি নাই কাছে ?

অজি। তব শত্রু অজিৎসিং আমি। কিন্তু মৃত্যু
তব নহে মোর অভিপ্রেত। নহে, জেনো
এতক্ষণ পাঠাতাম শমন সদনে।

রিণ্। কিবা তব অভিপ্রায় তবে কহ শুনি ?

অজি। শোন রিণ্‌মল্। চৌহানের মনুষ্যত্ব
আছে। করে নাই তারা অনিষ্ট তোমার
কভু, তুমিই তাদের প্রবৃত্ত করেছ
রণে। হেরিয়াছ বীরত্ব তাদের, এবে
ক্ষমাগুণ হের। হস্তগত শত্রু প্রতি
তুমি, ক্ষমা নাহি প্রকাশিলে কভু, এবে
লহ শিক্ষা শত্রুর সমীপে।

(দূরে ছোরা নিক্ষেপ)

রিণ্। জাগ্রত কি
আমি ?

অজি। বিস্ময় হতেছে মনে হেরি শত্রু
আচরণ ? রিণ্‌মল্ ক্ষমাই বীরের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ।

রিণ্। অজিৎসিং বিস্মিত ও
বশীভূত আজি অতি করিলে আমারে।

(বিচলিত ভাবে বিচরণ)

(রমার প্রবেশ)

রমা। (রিণ্‌মলকে না দেখিয়া)
হয়েছে কি কার্য্যোদ্ধার ? মরিয়াছে সেত ?
এ কি জীবিত এখনো ? সর্ব্বনাশ তবে
মোর। অজিৎ কি বিশ্বাসঘাতক ? কিম্বা
কাপুরুষ ?

অজি। উভয়ের কোনটাই নহি।

রিণ্। সে কি রমাই কি তবে—
অজি। যাও রমা হেথা
হ’তে মিনতি তোমায়। বুঝিছ না হায়!
কি কহিছ, শীঘ্র চলি যাও হেথা হ’তে।
রমা। অজিৎসিং, ভেবেছ কি মনে, প্রত্যাহার
করিব বলেছি যাহা? কিম্বা অস্বীকার
করিব যে দিই নাই ছোরা তব হাতে
কপট সে রিণ্মল-হৃদয়েতে বিদ্ধ
করিবারে? না, না, ভীতা নহে রমা সত্য
কথা করিতে প্রকাশ। দুঃখিতা সে শুধু
নিজহস্তে প্রতিহিংসা সাধিত না ক’রে,
তোমা সম দুর্ব্বল ব্যক্তিরে করেছিল
বিশ্বাস স্থাপন। অচিরে জানিবে হেন
হৃদয় বিহীন অত্যাচারী প্রতি ক্ষমা
প্রকাশের ফল।
রিণ্। প্রহরী, প্রহরী শীঘ্র
বদ্ধ কর এই উন্মাদিনা রাক্ষসীরে।
রমা। ডাক প্রহরীরে, মৃত্যুরে না করি ভয়।
শুধু প্রতিহিংসা নয়, পর হিত তরে
অত্যাচারী আততায়ী লোভীরে বধিয়ে
দিল্লি ও কনোজ মধ্যে শান্তি সংস্থাপিতে
ছিল সে বাসনা মোর। ব্যর্থ সে উদ্দেশ্য,
কিন্তু সদুদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও, তার
সাধন প্রয়াস পরিতৃপ্তি দেয় হৃদে।

অজি। উদ্দেশ্য যেরূপ সৎ, সাধন উপায়ও
যদি সেইরূপ হ'ত, অজিৎসিং তবে
হইত না সঙ্কুচিত তাহে।

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

রিণ্। বন্দীকর
রাক্ষসীরে, হত্যা চেষ্টা করেছিল মোর
পাপীয়সী। শীঘ্র কর আদেশ পালন।

রমা। সাবধান মূঢ়গণ, স্পর্শ করিও না
অঙ্গ, স্বেচ্ছায় যেতেছি আমি তোমাদের
সাথে। অজিৎসিং, আপনার মৃত্যু আমি
আপনি ডেকেছি, হ'ওনা কাতর মোর
তরে। হায়! জানিতে গো যদি, নিরমল
অবলার হৃদি কিরূপেতে রিণ্‌মল্
শয়তানের মায়াজাল পাতি, দেখায়ে
বিবাহলোভ সুমিষ্ট বচনে, করিল
যে অধিকার, জানিতে গো যদি কিরূপে
আপন প্রতিজ্ঞা ভুলি', মজাইল শেষে
পাপপঙ্কে মোরে! শঠ প্রলোভনে ভুলি'
অকলঙ্ক কুলে কালি দিনু বা কিরূপে—

রিণ্। এখনো হ'লনা মোর আদেশ পালন?
শীঘ্র হেথা হ'তে লয়ে যাও রাক্ষসীরে।

অজি। রমা, দুঃখ হয় মনে তব কথা শুনি।

ণ্‌রি। নরাধমগণ এখনো দাঁড়ায়ে? লয়ে

গিয়ে রাক্ষসীরে, জীহ্বা ফেল উপাড়িয়া,
চক্ষুদ্বয় তার কর গিয়ে উৎপাটন।

রমা। এককালে যেই আঁখিদ্বয় অনিমেষে
তব মুখ পানে থাকিত চাহিয়ে, তুমি
যার চাহনিতে হইতে মোহিত, কত
তার করিতে প্রশংসা শত মুখে, এবে
চাহ উপাড়িতে সেই আঁখিদ্বয়! আর
কিবা প্রয়োজন তাহে? আর না হেরিতে
চাই ঘৃণিত বয়ান তব। যে জীহ্বার
শুধু একমাত্র কথা শুনিবার তরে
হইতে ব্যাকুল, করিতে মিনতি কত,
শুনিলে গো হ'তে আত্মহারা, সেই জীহ্বা
এবে তুষিবারে পারেনা তোমারে আর।
ফেল তারে উপাড়িয়া, তবু বিচলিত
হইব না তাহে। তোমারি কারণে মোর
কলুষিত হ'য়ে ছিল দেহ। এবে তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি, মৃত্যু করি
আলিঙ্গন সহাস্য বদনে।

(প্রস্থান, প্রহরীগণের রমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

রিণ্। বীরবর
করোনা প্রত্যয় যা বলিল উন্মাদিনী।
বন্দী মম সমর্ষির প্রতি অঙ্কুরিত
প্রণয় তাহার; সমর্ষির প্রাণদণ্ড
দিছি ব'লে, পাপীয়সী হতাশ প্রণয়

তরে ঘৃণিত চিত্রেতে অতি অঙ্কিত
করিল মোরে।

অজি। সমর্ষি বন্দী আর নহে
তব। তার প্রতি রমার প্রণয় কথা
না হয় প্রত্যয়।

রিণ্। সমর্ষি নহেক বন্দী
আর? সে কি? মুক্ত কি করিল তবে তারে
পাপীয়সী? বুঝিতে না পারি তব কথা!

অজি। রমা করে নাই মুক্ত, আমি করিয়াছি
মুক্ত তারে। তার পরিবর্ত্তে আমি এবে
বন্দী তব। যেবা ইচ্ছা হয় কর মোর
প্রতি।

রিণ্। সমর্ষি হয়েছে মুক্ত? হায় হায়
মিটেও মিটিল নাক' প্রতিহিংসা সাধ!
অহো দগ্ধ হয় হৃদি!

অজি। পাবে শান্তি হৃদে,
দূর কর প্রতিহিংসা সাধ।

রিণ্। শত ব্যাঘ্র
সহ পারিহে যুঝিতে, আপন প্রকৃতি
সহ যুঝিবার শক্তি কোন নাহি মোর।

অজি। বীর বলি' তবে করোনা গরব। যুদ্ধে
জয়, পরাজয়, অনিশ্চিত ভাগ্য প্রতি
কতক নির্ভর করে। ভাগ্য কারো নহে
আপন আয়ত্তাধীন। কিন্তু আপনার

প্রক�ৃতি সহিত রণে, জয় পরাজয়
সম্পূর্ণ আপন হাতে। সেই ত প্রকৃত
বীর, আপন প্রকৃতি সহ রণে, লভে
যেবা জয় সুদৃঢ় বিবেক বলে।

রিণ্। শুন
অজিৎসিং অকৃতজ্ঞ বলি' করিও না
মোরে জ্ঞান। প্রাণ দান করিলে আমার,
আমিও তোমারে আজি করিলাম মুক্তি-
দান। যাও চলি আপন শিবিরে সুখে।

অজি। বীরোচিত কার্য্য এই। এরূপ কর্ত্তব্য
আর মহত্ত্বের পরিচয় দিতে যদি
সকল কার্য্যেতে হায়!

রিণ্। অজিৎসিং শত্রু
হইলেও তুমি মোর, মুগ্ধ হইয়াছি
তব আচরণে। সাধ হয় তোমা সহ
স্থাপিতে মিত্রতা।

অজি। রমা প্রতি কর দয়া,
ধর্ম্মপথে চল, অকৃত্রিম বন্ধু হ'ব
তাহলে তোমার। এবে লইনু বিদায়।

(প্রস্থান)

রিণ্। অদম্য বাসনা, বল মোরে এতদিন
ভুলাইলে কি ছবি দেখায়ে? লভিলে কি
সুখ?. অত্যাচারী, লোভী বলি' ঘৃণা করে
সবে মোরে, এইত আমার যশঃ! প্রেম?

পেয়েছিনু বটে, অকপট, স্বার্থশূন্য
বহুমূল্য প্রেম এককালে। নিজদোষে
দারুণ ঘৃণায় সেই প্রেম পরিণত
এবে হায়! বীর গর্ব্ব? তাহাও করেছে
খর্ব্ব মোরি শিষ্য বালক সমর্ষি! বৈরী
প্রতি ক্ষমা প্রকাশিয়ে শত্রু সেনাপতি
আজি, অতি মহত্বের দিল পরিচয়,
বশীভূত করিল এ হিয়া। ইচ্ছা হয়
ত্যাগ করি কল্পনা আমার! কিন্তু এত
দূর হ'য়ে অগ্রসর ফিরিবা কেমনে?
অপমানে কেমনে দেখাব মুখ? দূর
হ'ক কায নাই চিন্তা করি আর। কেন
নরকযন্ত্রণা মিছে স্বেচ্ছায় আহ্বান
করি?

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন ও অদূরে একখানি কুটীর।

(পর্ণশয্যায় শয়িত শিশুর পার্শ্বে পৃথার অর্দ্ধশয়িতা ভাবে অবস্থিতি)

(ঝড় ও বজ্রাঘাত।)

পৃথা। ক্লান্ত নহে পদ মোর, কিন্তু বাছা মোর
ঘুমায়ে পড়েছে। প্রবল ঝটিকা যে গো
হইল উত্থিত! হইতেছে বজ্রাঘাত
ঘোর। ভীম প্রভঞ্জন, গুরু গরজন,
বরিষণও মুশল ধারায় হইবে
এখনি। হে মহেশ রক্ষা ক'রো শিশুরে
আমার, বজ্রাঘাতে মরি যদি। কোথা হে
প্রাণেশ তুমি রহিলে গো এসময় ?
আসিয়াছি প্রিয়তম, তব অন্বেষণে,
কিন্তু বিধি বাম! এ দুর্য্যোগে কেমনে গো
ঘুমন্ত বাছারে লয়ে, যাব নাথ
তব সন্নিধানে। না না, প্রাণপুত্তলিকা
মোর, নিদ্রা যারে তুই, তোরে নাহি দিব
ক্লেশ আর। হে অশনি পড় শিরে মোর,
কিন্তু জাগাওনা বাছারে আমার। কেন
গো প্রকৃতি দেবি হেন ভয়ঙ্করী হেরি

মূর্ত্তি তব? পতিহারা পাগলিনী আমি,
দয়া কি গো নাহি হয় এদশা হেরিয়ে
মোর?

গীত।

কি দোষে এ দশা বিধি করিলে আমার।
পতিহারা অনাথিনী, বনমাঝে একাকিনী
না জানি কি হ'বে গো বাছার।
ভীমা প্রকৃতি হেরি, পুত্র তরে শুধু ডরি
আহা সে যে ননীর পুতলি—
রক্ষা ক'রো তারে তারা, হয় যদি মাতৃহারা
এই সে মিনতি মাগো চরণে তোমার।

শৈব্যা। দুর্গতিনাশিনী দুর্গে, আজীবন মাতঃ
পূজিয়াছি তব পদ, তবে কেন আজি
এ দশা আমার? পতি মোর কোথা এবে?
পতি অন্বেষণে নিবিড় অরণ্যে পশি'
ভীমা ভয়ঙ্করী হেরি কেন প্রকৃতি
মূরতি? সতীর কি ধন পতি জান ত
মা তুমি? শুনিয়ে পতির নিন্দা ত্যজিলে
মা দেহ। আমিও ত সতী, মাতঃ জান ত
সকলি? আমারে বঞ্চিত কেন করিলে
গো পতি হ'তে? বাঁচিব কেমনে আমি
পতিহারা হ'য়ে? মরি বা কেমনে পুত্রে
করি অসহায়? জগতজননী তুমি
জননীর ব্যথা, সতীর বেদন, জান

ত উভয়(ই) ভালরূপে। জেনেও কি মাতঃ
হইবে পাষাণী? না, না, পাষাণ দুহিতা
বটে, হৃদে ঝরে দয়া প্রস্রবণ, পিয়ে
যাহা জুড়ায় তাপিত হিয়া নরে। পতি
মোর অবশ্য জীবিত আছে, দেখা তবে
কেন নাহি দেয় আসি?

গীত।

নাথ সহেনা যাতনা আর।
তোমা বিনা হেরি সব আঁধার।
উচাটন হয় মন, বিনা তব দরশন
প্রাণও বুঝি যায় গো আমার।
এসে নয়ন মুছাও, দেখে যাও, দেখে যাও
দেখা দাও, দেখা দাও দাসীরে তোমার॥

(নেপথ্যে) পৃথা!

পৃথা। (চমকিত ভাবে) এ কি শুনি!

(নেপথ্যে) পৃথা!

পৃথা। এ কি স্বপ্ন? স্থির হও হৃদয় আমার!
ঘুরিছে মস্তক মোর। নাথের আমার
নহে কি এ কণ্ঠস্বর?

(নেপথ্যে আরও নিকটে) পৃথা!

পৃথা। নাথেরি এ স্বর
সুনিশ্চয়।

(নেপথ্যে আরও নিকটে) প্রিয়তমে পৃথা, প্রেয়সি আমার ?

পৃথা। প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর কোথা তুমি, কোথা তুমি ? যাই, যাই—

(শিশুকে রাখিয়া বেগে প্রস্থান)

(দুইজন রাঠোর সৈন্যের প্রবেশ)

১ম। ভাই প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে গুপ্তপথ দিয়ে খুব পালিয়েছি যাহোক। বুদ্ধি চাই ! বুদ্ধি চাই ! অমনি হয় না।

২য় তা ত বটে, তা ত বটে কিন্তু ভাগ্যে আমি তোর কাছে ছিলুম তাইতে ত তোর বুদ্ধি খুলে গেল ? নইলে কি যেত ? এত বুদ্ধি থাক্‌তে একটা মন্ত্রী টন্ত্রী হ'তে পারলেম না ! কপাল মন্দ, কপাল মন্দ, আমায় কেউ চিন্‌লে না।

১ম কপাল মন্দ নয় ত কি, এই দেখ না আমার এত বুদ্ধি তবু এতদিনে একটা রাজা টাজা হ'তে পারলেম্ না।

২য়। আরে ভাই রাজার চেয়ে মন্ত্রী বড়, রাজা ত মন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালায়, আমার কপাল ভাল হ'লে আমি তোকে চালিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতুম, তুই বড়জোর রাজা হতিস্ বইত নয়।

১ম এই বুঝি তোর বুদ্ধি, রাজার চেয়ে মন্ত্রী বড় নাকি, যার পরামর্শ নিয়ে চলা যায় সেই যদি সব চেয়ে বড় হয় তা হ'লে ত গিন্নির চেয়ে বড় আর কেউ নেই, কেননা তার পরামর্শ না নিয়ে কোন কায করবার যোটি নাই।

২য়। তাই ত গিন্নি ত সবার চেয়ে বড়ই ত। এই দেখ না কেন আমরা ত এত বড় বড় বীর, এমন জোয়ান হোমরাও চোমরাও চেহারা, হাতে তরওয়াল, সড়্কি কিন্তু ঘরে ঢুকলেই কেঁচো, একেবারে কেঁচো। কই গিন্নি কি আমাদের ভয় করে? বয়ে গেছে। কত বড় বড় বীর দেখা গেছে যাদের নাম শুন্‌লে প্রাণটা আঁত্‌কে ওঠে, কিন্তু গিন্নিদের কাছে তারাও কেঁচো। বড় বড় রাজাধিরাজ, যাঁরা খালি হুকুম চালিয়ে বেড়ান, গিন্নিদের হুকুম মেনে তাঁদেরও চল্‌তে হয়।

১ম। তুই দেখ্‌ছি নেহাত ভেড়ো, গিন্নিকে আবার ভয়, তার আবার হুকুম। তবে গিন্নি রাগ করলে আহারটা বন্ধ হয়, নয়ত নিজেকে রেঁধে খেতে হয় সেই জন্যে একটু খোসামদ করে চল্‌তে হয়।

২য়। মাঝে মাঝে একটু আধটু পা টাও টিপ্‌তে হয়।

১ম। আচ্ছা ভাই আমাদের গিন্নিরা এতক্ষণ হয়ত আমরা মরে গেছি বলে খুব কান্নাকাটি লাগিয়ে দেছে, না?

২য়। তা ত বোধ হয় না, মলে যে কাঁদ্‌বে এ কথা বিশ্বাস হয় না, দিন রাত ব'ল্‌ত "মর, মর, মলে বাঁচি।"

১ম। আরে সে ঠাট্টা, দেখ্‌তো তুইও ঠাট্টা করে মর্‌তে পারিস কি না। যদি সত্যি সত্যি মরতিস্ তাহলে তোর গলা জড়িয়ে এমন কাঁদ্‌ত যে তুইও তার গলা জড়িয়ে কাঁদ্‌তিস্।

২য়। আচ্ছা ভাই এক কায কল্লে হয় না?

১ম। কি বলদিকি ?

২য়। আমরা রাত্তিরে চুপে চুপে ঘরে যাব, গিয়ে দেখ্‌ব গিন্নি কাঁদ্‌চে কি না। যদি শুনি "ওগো তুমি কোথা গেলে গো, ও আমার তুমি" এই বলে চিৎকার কর্‌ছে, অমনি আমরাও একটু নাকি সুরে বল্‌বো "এই যে গো তোমার আঁচলের ধন আমি এসেছি।"

১ম। না ভাই নাকি সুরে বলা হবে না, ভূত মনে করবে, পালাবে, আর কাছে আস্‌বে না, আমার গিন্নি বড় ভূতকে ভয় করে।

২য়। এ্যাঃ, এমন তামাসাটা ফস্‌কে যাবে। তা তুই করিস্‌ আর নাই করিস্‌ আমি কর্‌বো, খুব মজা হ'বে এখন। মাঝে মাঝে ভূত হ'তে পারি জান্‌লে আর আমায় সে বড় একটা ঘ্যাটাতে সাহস করবে না, একটু ভয় করে চলবে।

১ম। ওরে দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ ওখানে ওটা কি সাদাপানা নড়ছে। রাম রাম, তোকে বল্‌ছি ভূত ভূত করিস্‌ নি, তা ত তুই শুন্‌বি নি। রাম রাম।

২য়। তোর গিন্নি ভূতকে ভয় করে তুইও দেখ্‌ছি তোর গিন্নির বাবা। দেখি ওটা কি। (নিকটে যাইয়া) আরে বাঃ তোফা একটি ছেলে। উঃ চৌহানেরা কি নির্দ্দয় এমন শিশুকে একলা ফেলে এর মা বাপ গেল কি করে ?

১ম। বাপের হয় ত আমাদের হাতেই মরণ হ'য়েছে। মাও বোধ হয় সেই দুঃখে মরেছে। বাঃ বাঃ বেশ ছেলেটি,

দে ওকে আমায় দে আমি ওকে মানুষ কর্‌বো, আমার ছেলেটা ওর সঙ্গে খেলা কর্‌বে।

(শিশুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

পৃথা। হৃদয়েশ এস এই দিকে।

(পৃথা ও সমর্ষির প্রবেশ)

পৃথা। হেরিবে কি
ঘুমন্ত বাছারে ? না, না, থাক হেথা ; ঘুম
ভাঙ্গি' তুলে আনি তারে তব কাছে। হেরে
সে তোমারে হাসুক স্বর্গীয় হাসি, স্নিগ্ধ
হ'ক পরাণ মোদের।

(পৃথার শিশুকে আনিতে অগ্রসর ও তাহাকে না দেখিয়া বক্ষে করাঘাত)

পৃথা। কি হ'ল আমার,
ওগো সর্ব্বনাশ !

সম। (পৃথার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া)
কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

পৃথা। শিশু মোর নাই।

সম। সে কি ? কোথা রেখে গিয়ে-
ছিলে তারে ?

পৃথা। ও গো এইখানে, এইখানে।

সম। শান্ত হও পৃথা। ঘুম থেকে উঠি বাছা
তোমারে না হেরে, হামা দিয়ে গেছে বুঝি
কিছু দূরে। এখনি পাইব তারে। ওই

হের কুটীর রয়েছে হোথা, চল গিয়ে
খুঁজিগে ওখানে।

পৃথা। বটে বটে দস্যু হোথা
বোধ হয় করে বাস, চল, সেই মোর
হরেছে বাছারে।

(কুটির দ্বারে করাঘাত করিয়া)

ফিরে দাও শিশু মোর।
শীঘ্র ফিরে দাও।

(কুটির হইতে গুরুদেবের বাহিরে আগমন)

গুরু। কারা হেথা নির্জ্জন
কুটিরে মোর? প্রয়োজন কিবা হেথা?

পৃথা। কোথা মোর শিশু, ফিরে দাও তারে।

(পুত্র অন্বেষণার্থ কুটির মধ্যে প্রবেশ)

সম। এ কি
ভ্রম মম? গুরুদেব?

গুরু। কেও প্রিয় শিষ্য
সমর্ষি আমার?

সম। গুরুদেব, সেই বটে।
প্রণমি চরণে।

(পদধূলি গ্রহণ)

গুরু। লহ আশীর্ব্বাদ মোর।

(পৃথার পুনঃ প্রবেশ)

পৃথা। পায়ে ধর, পায়ে ধর ওঁর, ফিরে দিতে
বল ওঁরে বাছারে আমার। আমিও গো

ধরিতেছি পায়! কিন্তু কই দস্যু বলি'
নাহি হয় জ্ঞান, দয়া চিহ্ন হেরিতেছি
মুখে। হে বৃদ্ধ, অস্বীকার করিও না
পুত্রে মোর লও নাই বলি'। বলিও না
হের নাই তারে। ওই বুঝি কাঁদে বাছা
মোর!

(বেগে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ)

গুরু। অর্থ এর বুঝিতে না পারি কিছু।

সম। পত্নী মোর ও রমণী। শত্রু কারাগার
হ'তে মুক্তিলাভ করি,' শুনিলাম পৃথা
পশিয়াছে এ অরণ্যে মোর অন্বেষণে।
দূর হ'তে মোর স্বর শুনি, পাগলিনী
প্রায় হ'য়ে, নিদ্রিত শিশুরে হেথা রাখি'
ছুটিল সে আমারে ভেটিতে। ফিরে এসে
পুত্রে নাহি হেরি আর।

(পৃথার পুনঃ প্রবেশ)

গুরু। মাতঃ একা রেখে
গিয়ে ছিলে তারে?

পৃথা। হ্যাঁগো, হারাইনু নিজ-
দোষে প্রাণের সে পুত্তলিকা মোর। আমা
হেন রাক্ষসী মাতার কথা শুনেছ কি
কভু? যাই, যাই আমি তারে অন্বেষিতে
পৃথিবীর শেষ সীমা যথা।

(বেগে প্রস্থান)

সমর্ষি। গুরুদেব!
বিদায় এক্ষণে মাগি'। শান্ত করি' আগে
পৃথারে আমার, আজি রাত্রে উদ্ধারিতে
যাব সুহৃৎ অজিতে।

গুরু। যাও বৎস করি
আশীর্ব্বাদ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাঠোর শিবির—অদূরে কালিন্দী-সেতু।

(সিওরাজ ও সৈন্যগণ কর্তৃক অজিৎসিংহকে বন্দীভাবে আনয়ন।)

সিও। নিয়ে চল সবে ওরে, মিথ্যা কথা ওর।

অজি। মিথ্যা কথা? অজিৎসিং মিথ্যাবাদী? সব
সৈন্যগণ সহ তব, পাইতাম যদি
মরুভূমি মাঝে তব দরশন, শুধু
একখানি অসি যদি থাকিত আমার
হস্তে, এই ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি
তবে দিতাম সকলে।

সিও। গুপ্তচর সম
ঘুরিবে যে বীর অজিৎসিং আমাদের
শিবিরের চতুর্দ্দিকে, কভু তাহা ভাবি
নাই।

অজি। গুপ্তচর?

সিও। যা বলিতে হয় বল
সেনাপতি রিণ্‌মল কাছে। হের ওই
তিনি আসিছেন হেথা, থাকহ প্রস্তুত।

(রিণ্‌মলের প্রবেশ)

রিণ্। একি হেরি! অজিৎসিং বদ্ধ অবস্থায়?
কে করিল হেন কায? ত্বরায় করহ
বন্ধন মোচন। বড় অসন্তুষ্ট হ'নু (বন্ধন মোচন)
হেরিয়া এ কায। হেন বীরে অস্ত্রহীন
দেখিতে না পারি। শত্রুর হলেও লহ
এই অসি বীরবর। জানে রিণ্‌মল
বীরের সম্মান। (অসি প্রদান)

অজি। অপরাধ করিবারে
ক্ষমা আমরাও জানি। পারি কি যাইতে
এবে?

রিণ্। অনায়াসে।

অজি। পুনঃ মোরে বন্দী নাহি
করিবে ত কেহ?

রিণ্। না। জানাও সৈন্যগণে
অজিৎসিং যেন অবাধে যাইতে পারে
আপন শিবিরে।

(সমধির পুত্রকে লইয়া সুরযমল ও অন্যান্য সৈন্যগণের প্রবেশ)

সুর। সেনাপতি, যেই গুপ্তপথ অন্বেষণে
করিলাম এত চেষ্টা, সেই পথ দিয়া

শত্রুর শিবির হ'তে পলায়ে এসেছে
সুকৌশলে এই দুই সৈন্য আমাদের।

রিণ্। (জনান্তিকে) সংযম রসনা, দেখিছ না—
(অজিৎসিংকে দেখাইয়া দেওয়া)

সুর। আসিবার
কালে, এই শিশু পাইয়াছে কুড়াইয়ে
অরণ্যের মাঝে।

রিণ্। কি করিব শিশু লয়ে?
কালিন্দীর বক্ষে তারে দিয়ে এস ফেলে।

অজি। কি আশ্চর্য্য সমর্ষির শিশু এ যে? দাও
এরে মোরে।

রিণ্। (সাহ্লাদে) সমর্ষির শিশু? দাও তবে
মোরে। আর কি ভাবনা? সমর্ষিত বন্দী
মোর পুনঃ।

অজি। জননীর নিকট হইতে
পৃথক কি হেতু বল রাখিবে শিশুরে?
কেমনে বাঁচিবে পৃথা? আছে কি জীবিত
এতক্ষণ? উন্মাদিনী হ'য়েছে নিশ্চয়
জীবিত থাকে সে যদি। রেখোনা শিশুরে।

রিণ্। কি হেতু রাখিব? যবে জয়োন্মত্ত হ'য়ে
আসিবে সমর্ষি সম্মুখে আমার, তার
পুত্রের পরাণ মোর হাতে, শুনাইলে
এই কথা, জয়োল্লাস কোথা রহে তার
দেখিব তাহাই।

অজি। নারিনু বুঝিতে হায়
প্রকৃতি তোমার।

রিণ্। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা
শুধু, হইয়াছে মম প্রকৃতির সার।

(একজন সৈন্যের হস্তে শিশুকে প্রদান)

অজি। রিণ্মল, নহে তুমি মনুষ্যত্বহীন
পরিচয় পাইয়াছি তার। কহ তবে
হয় কি প্রবৃত্তি এই নির্দ্দোষ শিশুরে
দিতে ক্লেশ? হের আহা! হাসিতেছে শিশু
তব মুখ পানে চেয়ে, মমতা কি নাহি
হয়?

রিণ্। এ হৃদয়ে লেশ নাহি মমতার,
বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতক নরাধম
সমর্ষি অথবা তার পুত্র পরিবার
প্রতি। পৃথার সহিত সাদৃশ্য কি আছে
এ শিশুর?

অজি। রিণ্মল, অগ্নি কেন জ্বাল
হৃদয়ে আমার পৃথা নাম করি? তোমা
হ'তে পৃথার শিশুর, সামান্যও যদি
হয় অপকার কোন, ভেবোনাক' মনে
অজিৎ রহিবে স্থির। সমুচিত শাস্তি
জেনো করিব প্রদান। এতক্ষণ হায়
বাঁচিয়ে কি আছে পুত্রহারা উন্মাদিনী
পৃথা?

রিণ্ । 　　শুন অজিৎসিং, তব শাস্তি ভয়ে
কিছুমাত্র বিচলিত নহে মোর হিয়া ।
মিটাইব প্রতিহিংসা সাধ মম স্থির ।

অজি । (রিণ্মলের পদধারণ পূর্ব্বক)
হের রিণ্মল, মানুষের কাছে যেবা
কখনও হয় নাই নত, যে তোমারে
প্রাণদান দিল, পেয়ে তোমা' করতলে,
সেই অজিৎসিং আজি তব পদানত ।
রিণ্মল করিছে মিনতি, ভিক্ষা দেহ
মোরে আজি সমর্ষি-শিশুরে । দেখাও
মহত্ব তব, সে মহত্বে পরাজিত
হইবে সমর্ষি, বশীভূত হ'বে তব
গুণে । বীরত্বের চেয়ে জেনো মহত্বের
বল সমধিক । শক্তির প্রভাবে সিংহ
হয় বটে বশীভূত, কিন্তু নাহি ভুলে
কভু, প্রকৃতি তাহার, পাইলে সুযোগ ।
মহত্বের বলে, আপন প্রকৃতি ভুলি'
সিংহ হয় মেষ সম শান্ত অতিশয় ।
রিণ্মল ক্রীতদাস হ'য়ে তব রব
চিরদিন, ভিক্ষা মোর করহ পূরণ ।
জানি তুমি মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত নহ
একেবারে ।

রিণ্ । 　　অজিৎসিং বৃথা এ প্রার্থনা ।

ছাড়িতে না পারি কভু সমর্পি তনয়ে।
মুক্ত তুমি, যাও চলি' আপন শিবিরে।

অজি। তবে বুঝি নহ তুমি, মহেশ দিলেন
মোরে এই অসি। একপদ অগ্রসর
(শিশুকে কাড়িয়া লইয়া)
হইবে যে জন, মৃত্যু তার সেইখানে
জেনো সুনিশ্চয়।
(শিশুসহ প্রস্থান ও সকলের স্তম্ভিত ভাবে অবস্থিতি)

রিণ্। অনুসর শীঘ্র ওরে
কিন্তু মারিওনা প্রাণে।
(সিওরাজ, সুরযমল ও সৈন্যগণের প্রস্থান)

রিণ্। অদ্ভূত সাহস!
এতজন মধ্য হ'তে, চক্ষুর নিমেষে,
কাড়িয়া লইল শিশু স্তম্ভিত করিয়া
সবে। কেমনে করিবে রণ এতজন
সহ একা? ঐ বুঝি বেষ্টিল তাহারে
মম সৈন্যগণ। উঃ অদ্ভূত বিক্রম-
সহ আত্মরক্ষা করিতেছে বীর। ধন্য
শিক্ষা! বীর বটে চৌহানের সেনাপতি!
একি! মম সৈন্যগণ একে একে ওই
হ'তেছে নিপাত, ধিক্ তাহাদের। এত-
জনে একজনে পারিল না এতক্ষণে
করিতে বন্ধন—

(সিওরাজের পুনঃ প্রবেশ।)

সিও। অজিতের প্রাণরক্ষা
ক'রে, ধৃতকরা অসম্ভব একেবারে
তারে। এ আদেশ তব পালন করিতে
গিয়া প্রাণ দিল পাঁচ জনে। একবার
সেতু পার হ'লে, ধরা তারে একেবারে
হবে অসম্ভব।

রিণ্। প্রত্যাহার করিতেছি
আদেশ আমার। আর তার প্রাণরক্ষা
করিবার নাহি প্রয়োজন। ধৃত কর
তারে পারহ যেরূপে। কিন্তু সাবধান
সমর্ধির পুত্র যেন নাহি হয় হত
তা হ'লে হইবে ব্যর্থ বাসনা আমার!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কালিন্দীর সেতু।

(শিশুবক্ষে অজিৎসিংহের দ্রুত পলায়ন, পশ্চাৎ হইতে একজন রাঠোর সৈন্যের বেগে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত।)

অজি। গুপ্তভাবে আসি মোরে করিলি আহত
দুরাচার। যারে এবে শমন সদনে।

(সৈন্যকে বধ করিয়া সেতুপার)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাঠোর শিবির।

(রিণ্‌মলের উত্তেজিত ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ, সিওরাজ ও সুরযমলের প্রবেশ)

সিও। সেনাপতি, দুরাত্মা অজিৎ অনাহত
দেহে হইয়াছে সেতুপার।

সুরয। অনাহত
নহে, স্বচক্ষে হেরেছি, জনৈক সৈনিক
বিঁধিয়াছে হৃদে তার ছোরা। কিন্তু
হায়! সে সৈনিক হয়েছে পতিত।

রিণ্‌। ব্যর্থ
হ'ল সব! প্রতিহিংসা হ'লনা সাধন
মম!

সিও। অনুশোচনায় নাহি ফল এবে।
গুপ্তপথ অবগত মোরা, সেই পথে
গেলে উপনীত হ'তে পারি লুকাইয়ে
রাখিয়াছে স্ত্রীপুত্র শত্রুরা যথা।

রিণ্‌। ভাল
বলিয়াছ সিওরাজ। জন কত বাছা
বাছা সাহসী সৈন্যেরে ল'য়ে, অবিলম্বে
হওগে প্রস্তুত সবে আক্রমণ তরে।
আর জানাও আদেশ রায়মলে, যেন
পাপীয়সী রমারে সে আজিকেই ফেলে
বিনাশিয়ে।

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লি নগর,—রাণার প্রাসাদ।

রাণা, পৃথা ও সমষি।

পৃথা। রাণা, আনাইয়ে দেহ পুত্র মোর। পিতা
তুমি প্রজাদের। পুত্রহারা মাতা, আর
কারে জনাইবে কাতর প্রার্থনা তার?
দেবতা নিদয় মোর প্রতি, তুমিও কি
হলে গো নিদয়? সমর্ষি কি করে নাই
তব তরে রণ? পুত্রে মোর এনে দাও
যদি, সেও কি গো তবে পিতৃনাম রক্ষা
না করিবে?

সম। পৃথা, রাণার হৃদয়ে তুমি
অকারণ ব্যথা মিছে করিছ প্রদান।
শক্তিহীন রাণা হায় পুরাতে প্রার্থনা
তব।

পৃথা। শক্তিহীন? নহেন কি তিনি রাণা
আমাদের? রাণার কি শক্তি নাই হায়
পুত্রহারা জননীরে পুত্র ফিরে দিতে?

রাণা। হায়! মাতঃ তুচ্ছ অতি পার্থিব ক্ষমতা!
প্রজা দুঃখ বিমোচন করিতে নারিলে
রাণা হ'য়ে নাহি সুখ লেশ! অসার সে
ক্ষমতা তাহার।

(নেপথ্যে জয় সেনাপতি অজিৎসিংহের জয়)

(রক্তাক্ত কলেবরে শিশুবক্ষে অজিৎসিং ও তৎপশ্চাতে সৈন্যগণের প্রবেশ)

অজি। পৃথা লহ শিশু তব।

(পৃথার ক্রোড়ে শিশু দান)

পৃথা। কোথা পেলে তারে? কোথা ছিলি যাছু এত-
ক্ষণ? এ কি এ কি শিহরে পরাণ! রক্ত কেন
হেরি তোয় গায়?

অজি। পৃথা দূর কর ভয়,
আমারি সে রক্ত উহা, হয়েছি আহত
নিদারুণ—

(পতন)

সম। সখা, সখা, এ কি দশা হেরি
তব? হায় চলিলে কি আমা' সবে ত্যজি?

অজি। সখা, হইয়াছে উদ্দেশ্য সাধন। পৃথা
ঘুচেছে কি সন্দেহ তোমার এবে?

পৃথা। ক্ষম
অপরাধ, বীরবর, বন্ধুবর, ভ্রাতঃ
অজিৎসিং, নাহিক সন্দেহ আর। দেব
তুমি, নর কভু নও। ক্ষণেকের তরে,
তোমা হেন দেবে করিয়া সন্দেহ, হায়
হইয়াছি মহা পাতকিনী। নিজগুণে
করিবে কি ক্ষমা মোরে? কৃতজ্ঞতা রুদ্ধ
করে কণ্ঠ মোর। কি হেতু মোদের ত্যজি'
পুত্রে মোর বাঁচাইয়া, মোরে বাঁচাইয়া
আপনি অনন্ত ধামে চলিলে হে তুমি?

অজি। পৃথা, শান্ত হ'ল হৃদি, চলিলাম সুখে
শান্তি ধামে। সুখী হও তুমি এই মোর
অন্তিম প্রার্থনা। সখা—বিদায়—
(মৃত্যু)

(সকলের অশ্রুপাত)

(একজন দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রভো, কোন বিশ্বাসঘাতক চৌহান, শত্রুদিগকে গুপ্তপথ দেখাইয়া দিয়াছে, সেই পথ দিয়া শত্রুরা আসিতেছে।

সম। (অজিতের পার্শ্ব হইতে উঠিয়া)
যোদ্ধাগণ, শত্রুহস্তে হইয়াছে হত
তোমাদের প্রিয় সেনাপতি বীর শ্রেষ্ঠ
অজিৎসিং। লবে না কি প্রতিশোধ?

সৈন্যগণ। অবশ্য লইব; আসুন বিলম্ব সহেনা, শীঘ্র চলুন।

রাণা। অজিতের মৃতদেহ সযতনে কর
রক্ষা; ফিরে আসি' যুদ্ধ হ'তে, বীরোচিত
সংকার বীরের সমারোহে হইবে
করিতে। হায়! হারাইনু মহারত্ন!

সম। যোদ্ধাগণ এস মোর সাথে। জানি আমি
অজিতের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত
হ'বে যবে সৈন্যগণ মাঝে, উন্মত্ত
হইবে তারা প্রতিহিংসা ভরে। রোধিবে
কে, সে প্রচণ্ড বিক্রম? রিণমল্, তুমি
আমি দুজনার মধ্যে, একের নিধন
আজি সুনিশ্চিত।

(সৈন্যগণসহ সমরের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

(রিণ্‌মল, সিওরাজ, রায়মল ও অপরাপর রাঠোর সৈন্যগণ।)

রিণ্। সমর্ষি, অজিৎ কোথা আছে লুকাইয়ে ?
নিস্তার নাহিক আর আজি তাহাদের।

(সমর্ষি ও চৌহান সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সম। অজিৎ নাহিক আর, সমর্ষি জীবিত
এখনও। সমর্ষির অসি, অজিতের
প্রেতাত্মার প্রীতি উৎপাদিবে।

রিণ্। সৈন্য সংখ্যা
অধিক তোমার বলি' এত দম্ভ তব।
নাহিক সাহস, মম সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে
হইতে প্রবৃত্ত।

সম। (নিজ সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ হইও না
অগ্রসর কেহ। রিণ্‌মল সহ আজি
বাহুবল মোর হইবে পরীক্ষা।

রিণ্। মম
সৈন্যগণ, তোমরাও কেহ হ'ও নাক'
অগ্রসর, হের যুদ্ধ আমাদের।

(উভয়ের ঘোর যুদ্ধ)

রিণ্। ধন্য
শিক্ষা তব ! এতক্ষণ রিণ্‌মল সহ
যুঝিতে পারে যে কেহ ছিল নাক' জ্ঞান।

সম। তুমিই আমার প্রথম সে অস্ত্র শিক্ষা
গুরু।

(সৈনিক বেশে রমার প্রবেশ ও আগ্রহের সহিত যুদ্ধ অবলোকন ও
করতালি প্রদান, উভয়ের সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ।
রমাকে দেখিয়া সমর্ষির উৎসাহ ও রিণ্মলের
হস্ত হইতে অসি পতন)

রিণ্। আর না যুঝিব তব সাথে, ওই দেখ
শনি মোর স্বশরীরে সমাগত।

রম। সে কি ?
ভীত কেন এবেশ হেরিয়া মোর ? মনে
নাই এই বেশে রক্ষিনু তোমায় এক
দিন ? ছিনু তবে রক্ষাদাত্রী দেবী, এবে
শনি বলি' জ্ঞান কর মোরে ? ছিছি ছিছি,
সামান্য স্ত্রীলোক হেরি' বীরহৃদি কেন
বিচলিত ? হাসিবে যে লোকে ? ধর অসি
কর রণ।

(রিণ্মলের হস্তে রমার অসি কুড়াইয়া দেওন)

সম। রিণ্মল নাহি পরিত্রাণ
আজি। হয় তুমি নয় আমি ইহধাম
যাইব ছাড়িয়া, অজিতের মৃত্যুর সে
প্রতিশোধ সাধ তবে মিটিবে আমার।
দেহ রণ, কাপুরুষ কিহেতু হ'তেছ ?

রিণ্। রিণ্মল কাপুরুষ ? হেন অপবাদ

শুনিনু যে মুখে, আয়, এখনি নীরব
করি সেই মুখ।

(উভয়ের পুনরায় ঘোর যুদ্ধ, রিণ্‌মলের পতন, চৌহান সৈন্যগণের জয়ধ্বনি.)

রিণ্। হ'ল সব অবশান।
কোথা যাই নাহি জানি। অনুতপ্ত হৃদি
কাঁপে বিভীষিকা হেরে। দারুণ যন্ত্রণা—
উঃ যায় প্রাণ যা—য়-——

(মৃত্যু)

(রাণার প্রবেশ)

রাণা। ধন্য সমর্ষি! ধন্য
বীর তুমি।

(আলিঙ্গন)

সিও। পরাজয় মানিতেছি রাণা,
রক্ষা কর আমাদের ফিরে যাই দেশে।

রায়। রক্ষা কর মোরে, রমারে বাঁচানু আমি
হিতৈষিণী ছিল রমা সমর্ষির সদা।

সম। ভয় নাই নিরাপদ তুমি। দয়াবান্
রাণা আমাদের, কাহারেও প্রাণে নাহি
বধিবেন, সকলেরে করিবেন ক্ষমা।
রমা দেবি, ঋণী মোরা সবে তব পাশে।
কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ!
বাসনা যদ্যপি হয় দিল্লিতে রহিতে,
বহুযত্নে পূজিবে তোমারে সবে, পৃথা
মোর দাসী সম সেবিবে তোমায় সদা।

রমা । না সমর্ষি, ফুরায়েছে সব আশা মোর
কি সুখে বাঁচিব আর ? কলঙ্কের বোঝা
লয়ে, অকলঙ্ক পৃথারে তোমার, ছি ছি,
কেমনে দেখাব মুখ ? যে অনল দগ্ধ
করে হৃদি দিবানিশি, নিভাইব আজি
তাহা। এই হের নিজ হস্তে প্রায়শ্চিত্ত
করিলাম নিজ কলঙ্কের ।

(বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

সম । এ কি এ কি
কি করিলে রমা ?

রমা । লভিনু পরম শান্তি
এতদিনে। জীবনে যা পাই নাই কভু
পাইনু মরণে। চলিনু হে শান্তি ধামে।
করি আশীর্ব্বাদ পুত্রের তোমার যেন
করেন মঙ্গল দেব মহে—শ্ব—র

(মৃত্যু)

রাণা । আহা
কোমল হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা লেগে
ছিল, অকালে কুসুম তাই শুকাইল,
মহেশের নাম করি স্বর্গধামে গেল
চলি'। চল সবে রমার ও অজিতের
করিগে সৎকার। হে রাঠোর'গণ, দিনু
অনুমতি স্বদেশে ফিরিতে সবে। লয়ে
যাও তোমাদের সেনাপতি মৃত দেহ

সৎকারের তরে। রিণ্‌মল যে বীর
ছিল সন্দেহ নাহিক তাহে। উচ্চ আশা
প্রলোভনে ভুলি' বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব
দিল বিসর্জ্জন শুধু। নহি আর শত্রু
আমি এবে তোমাদের। যাও গৃহে ফিরি
সবে।

(রিণ্‌মলের মৃতদেহ লইয়া রাঠোর সৈন্যগণের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।